সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭

সকল শ্রেণির
অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য
অভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সামাজিক সুরক্ষা যোজনার (এস.এস.ওয়াই) সুবিধাগুলি অসংগঠিত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি সুরক্ষিত এবং তথ্যসমৃদ্ধ এস.এস.ওয়াই ওয়েবপোর্টাল ssy.wblabour.gov.in-এর ১৬.১০.২০১৭ তারিখে শুভ সূচনা হয়েছে।

এই পোর্টালের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল

১. পোর্টালটিতে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-২০১৭ সম্পর্কে তথ্যাবলী সন্নিবিষ্ট থাকবে যাতে একজন অসংগঠিত শ্রমিকের পক্ষে নথিভুক্ত হতে কোন অসুবিধা না হয়।

২. এই পোর্টালটির মাধ্যমে অসংগঠিত শ্রমিকের স্বতন্ত্রতা সুনিশ্চিত করা যাবে।

৩. নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন রাজ্যের যেকোন অসংগঠিত শ্রমিক অনলাইন পদ্ধতিতে নাম নথিভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৪. যোগ্যতা যাচাইয়ের পর আবেদনকারী অসংগঠিত শ্রমিক হিসাবে এই যোজনায় নথিভুক্ত হবেন ও এই নথিভুক্তির বার্তা তাঁর নিবন্ধিত মোবাইলে প্রেরণ করা হবে।

৫. প্রতিটি নথিভুক্ত শ্রমিক একটি স্বতন্ত্র সামাজিক সুরক্ষা পরিচিতি নম্বর বা এস.এস.আই.এন (SSIN) পাবেন।

৬. স্বতন্ত্র সামাজিক সুরক্ষা পরিচিতি নম্বর বা এস.এস.আই.এন (SSIN) পাওয়ার পর নথিভুক্ত শ্রমিক পোর্টাল থেকেই তাঁর সামাজিক মুক্তি কার্ড ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

৭. পোর্টাল থেকেই একজন নথিভুক্ত শ্রমিক তাঁর পেশা অনুযায়ী প্রাপ্য সুবিধাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৮. নথিভুক্ত শ্রমিক এই পোর্টালের মাধ্যমেই তাঁর প্রাপ্য সুবিধাপ্রাপ্তির আবেদন করতে পারবেন।

৯. ভবিষ্যনিধি তহবিল সংক্রান্ত শ্রমিকের দেয় অর্থ সহ অন্যান্য লেনদেনও এই পোর্টালটির মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে করার বিষয়টি বিবেচনাধীন।

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭

এবং

অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রম দপ্তর

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৭

পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী, ২০১৮

দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১৯

মুদ্রক
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
১১, বি. টি. রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

মুখবন্ধ

আমি খুবই আনন্দিত যে, আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় আমাদের রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ণ ও সফল প্রয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তর, প্রকল্পগুলিকে একত্রীকরণ করে ''**সামাজিক সুরক্ষা যোজনা - ২০১৭**" নামে একটি একক, সহজতর এবং আরো অধিক সুবিধাযুক্ত প্রকল্পে রূপদান করেছে। আমি আরো গর্বিত যে এই প্রকল্পটি সাফল্যের সঙ্গে তার দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করেছে।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রম সংক্রান্ত যে সমস্ত আইনগুলি বর্তমানে বলবৎ আছে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের অধিকাংশ শ্রমিকই সেগুলির আওতাভুক্ত নন। ফলে অসংগঠিত শ্রমিকরা বার্ধক্যাবস্থায় শারীরিক অক্ষমতা, জীবন সংগ্রাম, দুর্দশা, লিঙ্গবৈষম্যমূলক অবিচার, সন্তানের শিক্ষা, রোগ নিরাময় ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, ইত্যাদি নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হন। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ইতিমধ্যে চালু থাকা প্রকল্পগুলির মধ্যে উপকার ও সুবিধালাভের মাত্রার অনেকটা তারতম্য ছিল এবং তাছাড়াও প্রকল্পগুলিতে নাম নথিভুক্তকরণ ও সেগুলির থেকে সুবিধা লাভ করা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের পক্ষে বেশ অসুবিধাজনক ছিল।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ও অনুপ্রেরণায় এই প্রকল্পগুলিকে আরো সহজ ও বোধগম্য করে তোলা হয়েছে এবং সকল শ্রমিককে দ্রুতভাবে ও সমানভাবে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে শ্রমদপ্তর সকল প্রকল্পগুলিকে একত্রিত করে ''**সামাজিক সুরক্ষা যোজনা - ২০১৭**" প্রবর্তন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরে তথ্য ও প্রযুক্তির যে উন্নতি ঘটেছে, তার হাত ধরে এই প্রকল্পটির নথিভুক্তিকরন ও সুবিধাপ্রদান ব্যাবস্থাটি অনলাইনের মাধ্যমেও অসংগঠিত শ্রমিকদের কাছে উপলব্ধ করা হচ্ছে।

এই অধিক সুবিধাযুক্ত ও সহজতর ''**সামাজিক সুরক্ষা যোজনা - ২০১৭**" সম্পর্কে সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তর নানা প্রচারাভিযান করে চলেছে। সেরকম প্রচার কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে ''**সামাজিক সুরক্ষা যোজনা - ২০১৭**" শীর্ষক এই পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে।

তথ্য সমৃদ্ধ এই পুস্তিকাটি মানুষের কাজে লাগলে শ্রমদপ্তরের এই উদ্যোগ সার্থক হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের এই প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

(মলয় ঘটক)
শ্রমমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নব মহাকরণ ভবন
ত্রয়োদশ তল
কলকাতা

রাষ্ট্রমন্ত্রীর বার্তা

''সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'' র সূচনা হয় ২০১৭ সালে। পূর্বের একাধিক প্রকল্পের জটিলতা দূরীকরণ করে ও সেগুলিকে একত্রিত করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় এই প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। এই যোজনার মূল উদ্দেশ্য হল যত বেশি সংখ্যক অসংগঠিত শ্রমিকদের এর আওতায় নিয়ে আসা এবং শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদেরকেও বিবিধ সুবিধা প্রদান করা। ইতিমধ্যে সারা রাজ্যে এক কোটিরও বেশি অসংগঠিত শ্রমিক এই প্রকল্পভুক্ত হয়েছেন।

এই পুস্তিকাটিতে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা -২০১৭ এবং শ্রমদপ্তর পরিচালিত অন্যান্য শ্রমিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী রয়েছে যা শ্রমিক শ্রেণী এবং সাধারণ নাগরিকদেরও কাজে লাগবে। আমি আশা রাখি যে, নবরূপে প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি, প্রকল্পগুলিকে আরো সদর্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এই পুস্তিকাটি প্রকাশে যাঁদের অনলস পরিশ্রম আছে, তাঁদের প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

(জাকির হোসেন)
রাষ্ট্রমন্ত্রী
শ্রমদপ্তর

নব মহাকরণ ভবন
ত্রয়োদশ তল
কলকাতা

রাষ্ট্রমন্ত্রীর বার্তা

আমি খুবই আনন্দিত যে, আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তর রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে একত্রীকরণ করে "সামাজিক সুরক্ষা যোজনা – ২০১৭" নামে একটি একক, সহজতর এবং আরো অধিক সুবিধাযুক্ত প্রকল্পে রূপদান করেছে।

শ্রম দপ্তর এই প্রকল্পে নথিভুক্তিকরন ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের কাজ গুলি অনলাইনের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। তার ফলে আরো বেশি করে অসংগঠিত শ্রমিকবর্গের কাছে পৌঁছানোর পথ প্রশস্ত হয়েছে।

এই পুস্তিকাটিতে "সামাজিক সুরক্ষা যোজনা" নামক প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরন সংকলিত হয়েছে।

তথ্যসমৃদ্ধ এই পুস্তিকাটি আরও বেশি করে অসংগঠিত শ্রমিকদের কাজে আসবে এই আশা রাখি।

পুস্তিকাটি সংকলনের কাজে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাই।

(ডাঃ নির্মল মাজি)
রাষ্ট্রমন্ত্রী
শ্রম দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নব মহাকরণ
ত্রয়োদশ তল
কোলকাতা

ভূমিকা

সমাজের অসংগঠিত স্তরে অবস্থিত অগনিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুফল স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তর নানাবিধ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প গুলিকে একত্রীকরণ করে ''**সামাজিক সুরক্ষা যোজনা - ২০১৭**" নামে একটি একক সহজতর, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সুবিধাযুক্ত প্রকল্প চালু করেছে।

এই নবরূপে প্রকাশিত পুস্তিকাটিতে ''**সামাজিক সুরক্ষা যোজনা**" নামক প্রকল্পটির বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে নথিভুক্তিকরন এবং প্রকল্পের বহুবিধ সুযোগ সুবিধা অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে।

এই সংস্করণে নথিভুক্তির জন্য অনলাইন আবেদনের পদ্ধতির বিবরন সংযুক্ত করা হয়েছে। 'QUICK APPLICATION' এর মাধ্যমে অসংগঠিত শ্রমিকরা নথিভুক্ত হওয়ার সময় কোন সমস্যা হলে কোথায় সহায়তা পাবেন সে তথ্যও দেওয়া হয়েছে।

আশা করি রাজ্যের সব জেলার সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকেরা এই পুস্তিকাটি থেকে উপকৃত হবেন।

এই পুস্তিকাটি সংকলনে সহায়তাকারী প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এস. সুরেশ কুমার

(এস. সুরেশ কুমার)
প্রধান সচিব
শ্রম দপ্তর

নব মহাকরণ
ত্রয়োদশ তল
কলকাতা

শ্রম মহাধ্যক্ষের বার্তা

বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নানা সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পথরেখা অনুযায়ী, এই নানা প্রকল্পগুলির একটি সুসংহত রূপ, সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭, প্রকাশ হয় এক বৎসর আগে। বর্তমানে শ্রমদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে এই বিশেষ প্রকল্প ও অন্যান্য প্রকল্পগুলির কাজ সারা রাজ্য জুড়ে সাফল্যের সঙ্গে চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্র দ্রুত উন্নতির হাত ধরে, এখন আমাদের শ্রমদপ্তর, বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্পগুলির নথিভুক্তিকরন ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের কাজ গুলি অনলাইনের মাধ্যমে শ্রমিক ও অন্যান্য সাধারন নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। তার ফলে আরো বেশি করে অসংগঠিত শ্রমিকবর্গের কাছে পৌঁছানোর পথ প্রশস্ত হয়েছে।

এই পুস্তিকাটিতে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প এবং শ্রমদপ্তরের অন্যান্য সহযোগী প্রকল্পগুলির সাধারন নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পগুলিতে নথিভুক্তিকরণ এবং সুযোগ সুবিধা পাওয়ার উপায়গুলিও বিবৃত করা আছে। শ্রমদপ্তর আশা রাখে যে, আগামী বৎসরগুলিতে, আমাদের সঙ্গে অসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর যোগাযোগ আরো দৃঢ় হয়ে উঠবে। এই পুস্তিকাটির প্রকাশের ফলে সেই যোগাযোগের পথ ধরে শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টিকে আমরা আরো নিশ্চিত রূপে কার্যকরী করতে পারবো।

পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে যুক্ত আমার সমস্ত সহকর্মীদের অভিনন্দন জানাই।

নব মহাকরণ
দ্বাদশ তল
কলকাতা

জাভেদ আখতার
শ্রম কমিশনার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচী

'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭' □ ১-১১

নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (পরিবর্তিত) □ ১২

পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (পরিবর্তিত) □ ১৩-১৪

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়—

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭ □ ১৫-২০

নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প □ ২০-২৩

পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ২০১০ □ ২৪-২৭

যোজনায় প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা নথিভুক্তির জন্য যোগাযোগ □ ২৮-৩৮

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রম দপ্তর

এল. ডব্লু. শাখা

নং. এল. এ. বি. আর/২৫৭/ (এল. সি - এল. ডব্লু) **কলকাতা, ৩রা এপ্রিল, ২০১৭**

এল. ডব্লু/৫ এম- ১১২/১৬

বিজ্ঞপ্তি

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা - ২০১৭ (এসএসওয়াই - ২০১৭)

প্রস্তাবনা

রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের বার্ধক্যজনিত দুর্দশা, জীবন সংগ্রাম, শারীরিক অক্ষমতা ও অসমর্থতা, সন্তান প্রতিপালনের দায়দায়িত্ব লিঙ্গ বৈষম্যমূলক অবিচার, রোগ নিরাময় এবং আরোগ্যলাভের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলার কথা মাথায় রেখে এবং এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের আয় সুনিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একগুচ্ছ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করেছেন ।

প্রকল্পগুলি হল :

ক) অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (এস. এ. এস. পি. এফ. ইউ. ডব্লু.)।

খ) পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প (ডব্লু. বি. ইউ.এস.ডব্লু.এইচ.এস.এস.)।

গ) নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প।

ঘ) পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (ডব্লু. বি.টি.ডব্লু.এস.এস.এস.)।

ঙ) পশ্চিমবঙ্গ বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প (ডব্লু. বি.বি.ডব্লু.ডব্লু.এস.)।

এতদ্‌সত্ত্বেও, এই সমস্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে উপকার বা সুবিধালাভের মাত্রার তারতম্য অনেকটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শ্রমিকদের যোগ্যতা ও উপকার লাভের নিরিখে এই তারতম্যের ফলে অনেক সময় বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাগুলির মধ্যে অধিক্রমণ ঘটছে ও অসামঞ্জস্যতা তৈরী করছে। এর ফলে উক্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে নাম নথিভুক্তকরণ ও তার থেকে সুবিধা লাভ করা নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত শ্রমিকদের পক্ষে বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে।

অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রত্যেকে যাতে এই প্রকল্পগুলি থেকে সহজে সুবিধা লাভ করতে পারে তার জন্য এবং প্রকল্পগুলিকে সহজ ও বোধগম্য করে তোলা, ও তার সার্থক রূপায়ণের ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রকল্পগুলিকে একত্রীকরণ করে একটি একক ও সহজতর প্রকল্প-এ রূপদান করা ও তার থেকে সকল শ্রমিককে সমান সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তদানুসারে, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় ‘‘সামাজিক সুরক্ষা যোজনা - ২০১৭’’ নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং একীকৃত সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনা প্রবর্তনের অনুমতি দিয়েছেন।

২.০ সংক্ষিপ্ত নাম, বিস্তৃতি, প্রয়োগ এবং সূচনা :

ক) পরিকল্পনাটিকে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা - ২০১৭ নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে। (এখানে যোজনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে।)

খ) এটি সারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যব্যাপী প্রযোজ্য।

গ) এটি শ্রম দপ্তর দ্বারা প্রজ্ঞাপিত অসংগঠিত শিল্প ও স্বনিযুক্ত পেশার অনুমোদিত তালিকার প্রত্যেক যোগ্য অসংগঠিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদে নথিভুক্ত সমস্ত নির্মাণকর্মী ও পরিবহণকর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করবে।

ঘ) এটি ১.৪.২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

৩.০ রূপায়ণকারী সংস্থা :

এই পরিকল্পনাটি পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কল্যাণ আইন - ২০০৭ এর ৪ ধারার অধীনে ১ উপধারায় গঠিত ''পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ'' দ্বারা পরিচালিত ও রূপায়িত হবে।

৪.০ সংজ্ঞা :

এই প্রকল্পে অন্য কোন প্রসঙ্গের অবতারণার প্রয়োজন না হলে :

ক) 'আইন' অর্থে পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ আইন - ২০০৭-কে বোঝাবে।

খ) 'উপস্বত্বভোগী' অর্থে ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে :

১) ৪৬ টি অসংগঠিত শিল্প;

২) ১৫ টি স্বনিযুক্ত পেশায় কর্মরত সমস্ত মজুরীভুক্ত কর্মী ও স্বনিযুক্ত অসংগঠিত কর্মীকে বোঝাবে, এবং

''ভবন ও নির্মাণ শ্রমিক'' বলতে ''ভবন ও অন্যান্য নির্মাণকর্মী (নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও চাকুরীর শর্ত) আইন, ১৯৯৬'' — অনুযায়ী নির্ধারিত নির্মাণকর্মী এবং ইট ভাটার শ্রমিক, পাথর ভাঙা ও পাথর গুঁড়ো করার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের বোঝাবে। এছাড়াও,

পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণকর্মী সুরক্ষা প্রকল্প, ২০১০-এ নির্ধারিত ও নিবন্ধীকৃত শ্রমিকদেরও বোঝাবে। উপরোক্ত নির্মাণকর্মী ও পরিবহণকর্মী ছাড়াও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে রাজ্য গেজেটে প্রজ্ঞাপিত অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

গ) 'পর্ষদ' অর্থে পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কল্যাণ আইন, ২০০৭ -এর ৪ ধারার ১ উপধারার অধীনে গঠিত ''পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ'' -কে বোঝানো হয়েছে।

ঘ) ''সি.ই.ও.'' বলতে পর্ষদের ''মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক'' - কে বোঝাবে।

ঙ) উপভোক্তার পরিবার হিসাবে তার স্বামী/স্ত্রী, ২১ বৎসর বয়স পর্যন্ত পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, বিধবা কন্যা (যদি উপভোক্তার সঙ্গে একসাথে বসবাস করে), নির্ভরশীল পিতামাতা, মৃত পুত্রের বিধবা পত্নী ও তার সন্তান সন্ততি-কে পরিগণ্য করবে।

চ) ''নিদর্শ'' অর্থে এই প্রকল্প সংলগ্ন নিদর্শকে বোঝায়;

ছ) ''তহবিল'' অর্থে পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ আইন - ২০০৭-এর অধীনে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ তহবিলকে বোঝায়। এছাড়াও, নির্মাণকর্মী এবং পরিবহণ কর্মীদের ক্ষেত্রে নিবন্ধীকৃত নির্মাণকর্মী, পরিবহণকর্মী ও তাদের পরিবারবর্গকে সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে, যথাক্রমে ''ভবন এবং অন্যান্য নির্মাণকর্মী কল্যাণ উপকর আইন, ১৯৯৬'' ও ''ভবন এবং অন্যান্য নির্মাণকর্মী কল্যাণ উপকর বিধি, ১৯৯৮'' ও ''পশ্চিমবঙ্গ মোটর পরিবহণকর্মী কল্যাণ উপকর আইন, ২০১০ অনুসারে এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধি, ২০১০ অনুসারে আদায়ীকৃত অর্থরাশিকে বোঝাবে।

জ) ''নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ'' বলতে শ্রম কমিশনারেট-এর সমস্ত পরিদর্শক অথবা শ্রম কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত প্রাধিকারী/আধিকারিকগণকে বোঝাবে।

ঝ) ''নিয়ম/বিধি'' অর্থে পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ বিধি - ২০০৮-কে বোঝায়।

ঞ) ''সামাজিক মুক্তি কার্ড'' অর্থে পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক তার অধীনে নিবন্ধীকৃত কর্মীর শনাক্তকরণের জন্য প্রদত্ত (৩২/৬৪ কে.বি. স্মরণশক্তির বৈদ্যুতিক চিপের) একটি বিশেষ স্মার্ট কার্ড অথবা একটি প্লাস্টিক কার্ড অথবা একটি কাগজের কার্ড বোঝায়।

ট) এই প্রকল্পটিতে ব্যবহৃত শব্দ ও যে সমস্ত বাক্যধারার সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়নি সেগুলি আইন ও বিধিতে স্থিরীকৃত ব্যাখ্যানুসারে নির্ধারিত অর্থ প্রকাশ করবে।

৫.০ যোগ্যতার মাপকাঠি :

এই পরিকল্পে উপভোক্তার নিবন্ধীকরণ ও সুবিধালাভের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাবলী পূরণ করতে হবে।

ক) উপভোক্তাকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে।

খ) উপভোক্তার বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

গ) উপভোক্তার পারিবারিক মাসিক আয় অনধিক ৬৫০০ টাকা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬.০ কার্ড :

ক) অসংগঠিত শ্রমিকদেরকে ইতিমধ্যে প্রদত্ত সামাজিক মুক্তি কার্ড (এস.এম.সি.), নিবন্ধ সংখ্যা এবং পাশবই এই প্রকল্পের জন্য বৈধ বলে গণ্য করা হবে।

খ) এই যোজনায় নতুন ভাবে নিবন্ধীকৃত সকল শ্রমিককে প্রকল্পের সুবিধা লাভের জন্য সামাজিক মুক্তি কার্ড প্রদান করা হবে।

গ) বিভিন্ন প্রকল্পে ইতিমধ্যে যারা নাম নথীভুক্ত করেছেন অথচ সামাজিক মুক্তি কার্ড পাননি তাদেরকেও এই সামাজিক মুক্তি কার্ড (এস.এম.সি.) প্রদান করা হবে।

ঘ) যেকোন অসংগঠিত শ্রমিক জেলা ও মহকুমার আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর (আর.এল.ও.) এবং ব্লক ও পৌরসভার শ্রম কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্রে (এল.ডব্লু.এফ.সি.) সামাজিক মুক্তি কার্ড (এস.এম.সি.) ব্যবহার করতে পারবে।

৭.০ কীভাবে দরখাস্ত করতে হবে :

ক) একজন ইচ্ছুক অসংগঠিত শ্রমিক উপরে বর্ণিত যোগ্যতার সমস্ত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ঐ প্রকল্পে নিবন্ধীকরণের জন্য নির্ধারিত ফর্মে (ফর্ম - ১) দরখাস্ত করবেন।

খ) ব্লক, পৌরসভা অথবা পৌরনিগমের কার্যালয়গুলির যে কোন একটিতে এই নিবন্ধীকরণ করা যাবে। পাশাপাশি প্রত্যেক ব্লক, পৌরসভা অথবা পৌরনিগমের কার্যালয়গুলিতে মাসে একবার আয়োজিত বিশেষ শিবিরগুলিতেও এই নিবন্ধীকরণ করা যেতে পারে।

৮.০ প্রকল্পটি থেকে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা :

৮.১ ভবিষ্যনিধি :

এটি একটি আয়ের সুনিশ্চিত তহবিল। কর্মচারী তার আয়ের একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক এই তহবিলে প্রদান করবেন এবং সরকারও সুদ সহ নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদান করবে। সাধারণভাবে কর্মচারী একটি বয়সে পৌঁছানোর পর যখন রোজগারে অসমর্থ হবেন তখন এই তহবিলে গচ্ছিত অর্থ তাকে প্রদান করা হবে। রাজ্য সরকার ২০০১ সালে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের সূচনা করেছিল এবং বর্তমানে এই যোজনায় সমস্ত অসংগঠিত কর্মচারীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে।

ক) প্রত্যেক যোগ্য কর্মচারীকে এই তহবিলে মাসিক ২৫ টাকা হারে প্রদান করতে হবে এবং রাজ্য সরকারও অনুদান

হিসাবে মাসিক ৩০ টাকা হারে ঐ কর্মচারীর তহবিলে প্রদান করবে।

খ) কেন্দ্রীয় সরকার সময়ে সময়ে যে হারে সাধারণ ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে সুদ প্রদান করে, রাজ্য সরকারও সেই হারে ঐ কর্মচারীর তহবিলে সুদ প্রদান করবে (বার্ষিকভাবে)।

গ) কর্মচারীর ৬০ বছর বয়স উত্তীর্ণ হলে, অথবা ঐ প্রকল্পে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেলে অথবা মৃত্যুর কারণে অ্যাকাউন্ট চালু না থাকলে, সুদ সহ সমস্ত পুঞ্জীভূত টাকা ঐ শ্রমিককে অথবা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে বা বৈধ উত্তরাধিকারীকে ফেরত দেওয়া হবে।

ঘ) যদি কোন কর্মচারী ধারাবাহিকভাবে ৩টি অর্থবর্ষে কোন কিস্তি প্রদান না করেন তবে তার হিসাব বা অ্যাকাউন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। তবে ঐ শ্রমিক কিস্তি প্রদান না করার উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে সহ-শ্রম মহাধ্যক্ষ-এর কাছে পুনরায় অ্যাকাউন্ট চালু করার আবেদন জানাতে পারেন। ঐ সহ-শ্রম মহাধ্যক্ষ কিস্তি প্রদান না করার কারণে সন্তুষ্টি বোধ করলে, বর্তমান অর্থবর্ষ থেকে তিনি ঐ অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার/চালু করার অনুমতি দিতে পারবেন, তবে কোন বকেয়া কিস্তি প্রদান অনুমোদন করা হবে না।

৮.২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ :

অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও সামাজিক ন্যায়-বিচার দেওয়ার লক্ষ্যে এই যোজনাতে নিম্নলিখিত সুযাগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

ক) ১) কোন উপভোক্তার গুরুতর কোন অসুস্থতার কারণে অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধীনে (ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীম -২০০৮) হাসপাতালে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা হলে, তবে ঐ উপভোক্তা বা তার পরিবারের সদস্যরা বার্ষিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারে।

এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যাবে :

অ) রোগ পরীক্ষার মূল্য — সম্পূর্ণ।

আ) ঔষধের মূল্য — সম্পূর্ণ।

ই) হাসপাতালে ভর্তির খরচ — সম্পূর্ণ।

ঈ) কর্মদিবস নষ্ট হওয়ার কারণে উপভোক্তাকে প্রথম ৫ দিনের ১০০০ টাকা করে বাকী দিনগুলি প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। কিন্তু, সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা যাবে।

২) উপভোক্তা এবং / অথবা তার পরিবার সদস্যদের দাবি বৎসরে একবারের অধিক গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু মোট আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বৎসরে কখনোই ২০ হাজার টাকার সীমা অতিক্রম করবে না।

খ) ১) যে কোন ধরনের শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে একজন উপভোক্তা এবং/অথবা তার পরিবার-এর সদস্যরা সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবেন। এই সুবিধা নিম্নলিখিত কারণের জন্য প্রদান করা হবে :

অ) রোগ পরীক্ষার জন্য — সম্পূর্ণ।

আ) ঔষধের মূল্য — সম্পূর্ণ।

ই) হাসপাতালে ভর্তির খরচ — সম্পূর্ণ।

ঈ) কর্মদিবস নষ্ট হওয়ার কারণে উপভোক্তাকে প্রথম ৫ দিনের প্রতিদিন ১০০০ টাকা করে এবং বাকি দিনগুলি প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। কিন্তু, কখনোই সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা প্রদানের সীমা অতিক্রম করবে না।

২) উপভোক্তা এবং / অথবা তার পরিবারের সদস্যদের দাবি বৎসরে একবারের অধিক গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু মোট আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বৎসরে কখনোই ৬০ হাজার টাকার সীমা অতিক্রম করবে না।

গ) একজন উপভোক্তা দুর্ঘটনাজনিত কারণে ৫ দিনের অধিক হাসপাতালে ভর্তি থাকলে এবং কর্মদিবস নষ্ট হলে, ঐ উপভোক্তাকে প্রথম ৫ দিনের প্রতিদিনের জন্য ১০০০ টাকা করে এবং বাকী দিনগুলি প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া যাবে। এই সুবিধা কেবলমাত্র উপভোক্তাকেই দেওয়া হবে।

ঘ) উপরের ক), খ) এবং গ) তে খরচ/ব্যয় এর দাবি শুধুমাত্র সরকারী হাসপাতাল অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থদপ্তর দ্বারা রূপায়িত ডব্লু. বি. এইচ. এস. - ২০০৮ এর পরিকল্পিত খরচ (গুচ্ছহার) অনুযায়ী তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিতে গ্রাহ্য হবে বা অনুমোদিত হবে।

৮.৩ মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা :

অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের রোগ অথবা দুর্ঘটনার কারণে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বা সম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। নিরাপত্তার সঠিক সীমা নির্ধারণের অভাব এবং সতর্কতার ঘাটতির কারণেই অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই ধরনের ঝুঁকি অবধারিত। একজন রোজগারী সদস্যের অকালমৃত্যু, অসমর্থতা এমনকি সাধারণ মৃত্যুও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে পারে। এই যোজনার অধীনে, উপভোক্তার মনোনীত ব্যক্তিকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি দেওয়া হবে।

ক) দুর্ঘটনার কারণে উপভোক্তার মৃত্যু হলে, ২ লক্ষ টাকা প্রদান,

খ) উপভোক্তার সাধারণ মৃত্যুতে ৫০ হাজার টাকা প্রদান,

গ) উপভোক্তার ন্যূনতম ৪০% শারীরিক অসামর্থতা থাকলে ৫০ হাজার টাকা প্রদান। কিন্তু এই অসামর্থতা অবশ্যই সরকারী হাসপাতাল কর্তৃক শংসিত/প্রমাণিত হতে হবে।

ঘ) উপভোক্তার দুর্ঘটনাজনিত কারণে দু'টি চোখেরই দৃষ্টিশক্তি হারালে, দু'টি হাতের কর্মক্ষমতা অথবা দু'টি পায়ের চলচ্ছক্তি অথবা একটি চোখ এবং একটি হাত বা পায়ের কর্মক্ষমতা/ চলচ্ছক্তি হারালে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ঙ) উপভোক্তার দুর্ঘটনাজনিত কারণে একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারালে, একটি হাতের কর্মক্ষমতা অথবা একটি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

৮.৪ শিক্ষা :

যেখানে আর্থসামাজিক ন্যায়পরতা বিরাজ করে সেখানে ক্ষমতা-প্রদান ও উন্নততর সমাজ গঠনে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৈন্য এবং অর্থনৈতিক পীড়নের কারণে শিক্ষার অভাবকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। রাজ্যে মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের সংখ্যা খুবই উদ্বেগজনক এবং সমস্যার মোকাবিলায় এই যোজনার অধীনে উপভোক্তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষার নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেমন :

ক) শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা নিম্নলিখিত শ্রেণীর জন্য ক্রমানুসারে দেওয়া হল :

অ) একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত — বাৎসরিক ৪ হাজার টাকা।

আ) দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত — বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা।

ই) 'আই.টি.আই.' তে প্রশিক্ষণরত — বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা।

ঈ) স্নাতক স্তরে পাঠরত (কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য) — বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা।

উ) স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত (কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য) — বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা।

ঊ) পলিটেকনিকে পাঠরত — বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা।

ঋ) ডাক্তারি/ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত — বাৎসরিক ৩০ হাজার টাকা।

খ) উপভোক্তাদের এই জন্য দুটি কন্যা সন্তানের স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করা বা সমকক্ষ দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এই সুবিধা ঐ কন্যাদের পড়াশুনা শেষ হওয়া

পর্যন্ত অবিবাহিত থাকলে তবেই প্রদান করা হবে।

গ) যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ''স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস্ স্কলারশিপ স্কীম''-এর সুবিধা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে এই সুযোগ প্রদান করা হবে না।

ঘ) যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অথবা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার সংবিধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়াশুনা করবে, তারাই এই সুবিধা দাবি করতে পারবে।

ঙ) যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এই যোজনার আওতায় আসবেন, তারা কখনোই সরকারের অন্য কোন বৃত্তি অথবা প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবে না।

৮.৫ নিরাপত্তায় প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশ :

অসংগঠিত ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা অবশ্যই কার্যক্ষেত্রে বিভেদ/বিচ্যুতি তৈরী করে এবং বিকল্প কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তির পথ অনুসন্ধান করে। উপভোক্তা এবং/অথবা তার পরিবার সদস্যদের বিভিন্ন ব্যবসাবাণিজ্য এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা বিকল্প অর্থনৈতিক কাজ-কারবার, মূলত স্বনিযুক্তিতে সমর্থ হয়।

ক) এই প্রশিক্ষণ অবশ্যই উৎপাদনভিত্তিক হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ দক্ষতা বিকাশ সমাজ (পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট) কর্তৃক প্রদান করা হবে এবং দক্ষতা বিকাশের জন্য এই রাজ্যে সরকারের মধ্যস্থতায় উপনীত মূল্য ও অন্যান্য সাধারণ নিয়মাচার মেনে চলবে।

খ) নির্মাণকর্মী এবং তাদের পরিবার সদস্যদের দক্ষতা বিকাশের খরচ সংগৃহীত নির্মাণকর্মী উপকর থেকে মেটানো হবে এবং পরিবহণকর্মী উপকর থেকে সংগৃহীত/আদায়ীকৃত অর্থ পরিবহণকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা বিকাশের জন্য খরচ করা হবে। এছাড়া প্রজ্ঞাপিত অসংগঠিত শিল্প এবং স্বনিযুক্তি পেশায় নিযুক্ত তালিকাভুক্ত অসংগঠিত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা বিকাশের খরচ শ্রম দপ্তরের রাজ্য আয়-ব্যয় /বাজেট থেকে মেটানো হবে। উপযোগী/অনুরূপ সহায়ক অনুদান/তহবিল শ্রম দপ্তরের যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পি.বি.এস.এস.ডি. (পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট) -তে লভ্য/ প্রাপ্য করা হবে।

৯.০ হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং আয়-ব্যয় নিরীক্ষণ :

ক) এই যোজনার পরিচালনা ও প্রশাসনের সমস্ত খরচ যথা বিভিন্ন নিদর্শ খরচ, লেখ-সামগ্রী খরচ, ব্যাঙ্ক-পরিষেবা খরচ, এই যোজনার প্রচার খরচ এবং এই যোজনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত করার খরচ — সবই রাজ্য সরকার বহন করবে।

খ) এই যোজনার অধীনে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার থেকে পাওয়া সমস্ত অনুদান অথবা উপভোক্তাদের থেকে পাওয়া আমানত তহবিলে জমা থাকবে।

গ) এই যোজনার উদ্দেশ্যে পর্ষদ পৃথক পৃথক হিসাব চালু রাখবে এবং পর্ষদ দ্বারা স্থিরীকৃত নিরীক্ষক দ্বারা ঐ সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করানো হবে।

ঘ) এই যোজনার কাজকর্মের সাফল্যের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং হিসাবের নিরীক্ষিত প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

১০.০ বাজেট বা আয়-ব্যয়ের প্রস্তুতি :

এই যোজনা রূপায়ণের জন্য একটি আর্থিক বছর শুরু হওয়ার কমপক্ষে ৪ মাস পূর্বে, পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে, পর্ষদের সি.ই.ও. একটি আর্থিক বছরের বার্ষিক আয়-ব্যয়/বাজেট রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাবেন।

১১.০ প্রকল্পটির সংশোধনী ক্ষমতা :

রাজ্য সরকার, প্রয়োজনে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই যোজনায় আরোপিত বিধান ব্যবস্থা/ব্যবস্থাগুলির পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে।

১২.০ নির্দেশিকা জারি :

এই যোজনার বিস্তারিত নির্দেশিকা এবং কর্মপদ্ধতি পৃথকভাবে প্রেরণ করা হবে।

১৩.০ প্রচলিত বা চালু প্রকল্পগুলি :

ক) নিম্নলিখিত চালু প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হচ্ছে,

অ) অসংগঠিত কর্মীদের জন্য রাজ্য কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (এস. এ. এস. পি. এফ. ইউ. ডব্লু.),

আ) পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প (ডব্লু.বি.ইউ.এস.ডব্লু.এইচ.এস.এস.) এবং

ই) পশ্চিমবঙ্গ বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প (ডব্লু.বি.বি.ডব্লু.ডব্লু.এস.)।

খ) নিম্নলিখিত পরিকল্পগুলি যথা :

অ) নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (বি.ও.সি.ডব্লু.এ.)।

আ) পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (ডব্লু.বি.টি.ডব্লু.এস.এস.এস.)।

এই প্রকল্পগুলি তদানুসারে সংশোধন করা হচ্ছে এবং এই যোজনায় অন্তর্গত সুবিধাগুলি উপরোক্ত প্রকল্পগুলি থেকে বাতিল করা হবে। অন্যান্য সুবিধাগুলি চলতে থাকবে বা অপরিবর্তিত থাকবে। সংশোধিত প্রকল্পগুলি আলাদা আলাদা ভাবে প্রচার করা হবে।

১৪.০ ব্যাখ্যা :

এই যোজনা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা নিয়ে যদি কোন প্রশ্ন ওঠে, তবে সেটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরে অবশ্যই পাঠাতে হবে এবং ঐ দপ্তরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের ইউ.ও.এম.গ্রুপ-এল / ২০১৬-২০১৭ / ০১০৫ তাং ২১/ ০৩ / ২০১৭-এর অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ করা হল।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে,

Sd/-

গোপাল কৃষ্ণ

অতিরিক্ত মুখ্য সচিব,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নিদর্শ - ১

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা (এস. এস. ওয়াই.) প্রকল্পে নাম নথিভুক্তিকরণের আবেদনপত্র

(অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক এবং পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য)

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞাপ্তি নং .... তারিখ .... অনুসারে প্রজ্ঞাপিত সামাজিক সুরক্ষা যোজনা (এস. এস. ওয়াই.) এর ৭ নং ধারা দ্রষ্টব্য)

নিদর্শ-১ এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ যথাযথ ভাবে পূরণ করতে হবে। অসম্পূর্ণরূপে পূরণ করা আবেদনপত্র বাতিল বলে পরিগণিত হবে।)

আবেদনপত্রের নং:

আবেদনকারীর সাম্প্রতিক তোলা ছবি (রঙিন)

মাননীয়

নিবন্ধন আধিকারিক মহাশয়,

____

____

____

আমি এতদ্বারা **সামাজিক সুরক্ষা যোজনা** প্রকল্পে একজন সুবিধাভোগী হিসাবে নাম নথীভুক্ত করার জন্য আবেদন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্য সমূহ পেশ করছি। আমি ইতিমধ্যে WBB&OCWW প্রকল্পে/WBTWSS প্রকল্পে/পূর্ব প্রচলিত SASPFUW প্রকল্পে (অপ্রযোজ্য অংশ কেটে দিন) একজন গ্রাহক হিসাবে নথীভুক্ত আছি এবং ওই প্রকল্পে আমার নিবন্ধীকরণ সংখ্যা হল ঃ ....।

প্রথম অংশ

১। **আমার নাম : শ্রী/শ্রীমতী** ....

২। **পিতা/স্বামীর নাম : শ্রী** ....

৩। **মোবাইল নম্বর :** .... **বিপিএল তালিকাভুক্ত কিনা ? হ্যাঁ / না।**

বিপিএল তালিকাভুক্ত হলে তার নম্বর : ....

৪। **ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর:** ....

৫। **ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কের শাখার নাম :** ....

৬। আবেদনকারীর **স্থায়ী ঠিকানা :** ....

৭। আবেদনকারীর **বর্তমান ঠিকানা :** ....

৮। **ক) ব্লক/পৌরসভার নাম :** ....

খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম / পৌরসভার ওয়ার্ড নং: ....

৯। **লিঙ্গ :** পুরুষ / মহিলা / অন্যান্য

১০। **বৈবাহিক অবস্থান :** বিবাহিত/অবিবাহিত/বিধবা/বিপত্নীক/বিবাহ বিচ্ছিন্ন

১১। **বর্ণ :** তফশিলি জাতি/তফশিলি উপজাতি/ও বি সি/সাধারণ .... **১২। ধর্ম :** ....

১৩। **জন্ম তারিখ :** ১৪। **বয়স :** ....

১৫। আমি কর্মচারী ভবিষ্যনিধি এবং বিবিধ সংস্থান আইন, ১৯৫২ এবং ই এস আই আইন, ১৯৪৮-এর আওতাভুক্ত আছি / আওতাভুক্ত নেই (আওতাভুক্ত হয়ে থাকলে প্রভিডেন্ট ফান্ড / ই এস আই নম্বর : ....)

১৬। আমি এই প্রকল্পের তালিকাভুক্ত স্বনিযুক্ত শ্রমিক/অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক (অপ্রযোজ্য অংশ কেটে দিন)।

ক) আমার পেশা/স্বনিযুক্ত পেশার নাম : .... (অপ্রযোজ্য অংশ কেটে দিন)

খ) আমি যে সংস্থায় কর্মরত তার ঠিকানা : ....

১৭) আমার পরিবারের সমস্ত প্রকার উৎস থেকে প্রাপ্ত মোট পারিবারিক মাসিক আয় : .... টাকা।

১৮) আমি সামাজিক সুরক্ষা যোজনা - ২০১৭ এর বিধিনিয়ম ও নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য অঙ্গীকার করছি।

স্থান :

তারিখ : আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর / টিপ সহি

দ্বিতীয় অংশ

আবেদনকারীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল পারিবারিক সদস্যগণের তালিকা :

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক	লিঙ্গ	বয়স	ইতিমধ্যে SASPFUW/ BOCW/WBTWSSS প্রকল্পে নথিভুক্ত হলে নিবন্ধীকরণ সংখ্যা লিখুন	আধার নম্বর (যদি থাকে)

স্থান :

তারিখ : আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর / টিপ সহি

তৃতীয় অংশ

প্রকল্পে আবেদনকারীর মনোনয়ন সংক্রান্ত তথ্য :

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক	লিঙ্গ	বয়স	মনোনীত ব্যক্তিদের প্রদেয় অংশের শতকরা হার	ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কের শাখার নাম

স্থান :

তারিখ :

আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর / টিপ সহি

চতুর্থ অংশ

শংসাপত্র

আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা জেলা/বিধানসভার সদস্য/লোকসভার সদস্য/পৌরনিগমের মেয়র/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি/পরিষদের সভাধিপতি /গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অথবা সদস্য/বোরো কমিটির সভাপতি, কমিশনার, কাউন্সিলার, সহ সভাপতি/পৌরসভা অথবা পৌরনিগমের সভাপতি অথবা প্রধান/গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর নির্বাচিত সদস্য দ্বারা এই শংসাপত্র প্রদত্ত হতে হবে।

আবেদনকারী শ্রী/শ্রীমতী .... আমার পরিচিত এবং

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই আবেদনপত্রে আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর ....

সম্পূর্ণ নাম ....

সীলমোহর

পঞ্চম অংশ

(কেবলমাত্র নির্মাণ শ্রমিক ও পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য)

(ক) **আবেদনকারী** নির্মাণ ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক কিনা ? : **হ্যাঁ / না**

আমি একইসাথে WBB&OCWW প্রকল্পে বর্তমানে প্রদত্ত সুবিধাবলী গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং এজন্য আমি e-District (www.edistrict.wb.gov.in/PACE) এর মাধ্যমে পৃথক আবেদনপত্র জমা দিচ্ছি।

(খ) **আবেদনকারী** পরিবহণ ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক কিনা ? : **হ্যাঁ / না**

আমি একইসাথে WBTWSS প্রকল্পে বর্তমানে প্রদত্ত সুবিধাবলী গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং এজন্য আমি e-District (www.edistrict.wb.gov.in/PACE) এর মাধ্যমে পৃথক আবেদনপত্র জমা দিচ্ছি।

....

রসিদ

আবেদনপত্রের নম্বর

আবেদনকারীর নতুন নিবন্ধীকরণ / বর্তমান নিবন্ধীকরণ নম্বর ....।

সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় উপভোক্তা হিসাবে নাম নথিভুক্তির জন্য শ্রী/শ্রীমতী ...., ঠিকানা .... নিকট থেকে একটি আবেদনপত্র গৃহীত হল।

স্থান : আবেদনপত্র গ্রহণকারী আধিকারিকের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

তাং :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রম দপ্তর
এল ডব্লু. শাখা

নং লেবার/২৫৬ / (এল সি - এল ডব্লু.) **তারিখ: কলকাতা, ৩রা এপ্রিল, ২০১৭**
এল ডব্লু. / ৫এম - ১১২ / ১৬

সংশোধনী

ভবন ও অন্যান্য নির্মাণকর্মী (কর্মসংস্থান ও চাকুরীর শর্ত সমূহের নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৯৬ এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে ২০০৬ সালে নির্মাণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য একটি সুরক্ষা প্রকল্প গঠিত ও চালু হয়। এই প্রকল্পটি উক্ত আইন আনুযায়ী ''ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মীদের কল্যাণ পর্ষদ''-এর অধীনে পরিচালিত হয়।

২। এই কল্যাণ পর্ষদ ভবন এবং অন্যান্য নির্মাণকর্মীদের হাসপাতালে ভর্তি ও দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবন্ধকতার জন্য সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, মাতৃত্বকালীন সহায়তা, স্বাভাবিক মৃত্যু এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য সহায়তা, উপভোক্তার নিজের পেনশন ও পারিবারিক পেনশন, দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতাজনিত পেনশন, নির্মাণকর্মীর নিজের / তার সন্তানদের শিক্ষার জন্য অনুদান সহ বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৩। ভবন এবং অন্যান্য নির্মাণকর্মীদের পেনশন সংক্রান্ত সহায়তা ব্যতীত নির্মাণ ও পরিবহণ ক্ষেত্র সহ রাজ্যের সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত অন্যান্য সহায়তাগুলিকে একটি সংহত ও একীকৃত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার প্রসঙ্গটি বেশ কিছুকাল ধরেই সক্রিয়ভাবে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন ছিল।

৪। তদানুসারে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে মহামান্য রাজ্যপাল সন্তোষপূর্বক ভবন এবং অন্যান্য নির্মাণকর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য বর্তমান প্রকল্প অনুসারে প্রদত্ত সামাজিক সুরক্ষামূলক সহায়তাগুলিকে এতদ্বারা নিম্নরূপে সংশোধন করলেন:

সহায়তা সমূহ	**প্রদেয় অর্থরাশি**
পেনশন	
নথিভুক্ত শ্রমিকের জন্য	মাসিক ৭৫০/- টাকা হারে পেনশন প্রদত্ত হবে এবং পাঁচ বছরের বেশি নথিভুক্ত থাকলে পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য আরও ১০/- টাকা করে পেনশন বৃদ্ধি পাবে।
নথিভুক্ত শ্রমিকের পরিবার	নথিভুক্ত শ্রমিকের সর্বশেষ প্রাপ্ত পেনশনের ৫০ শতাংশ হারে।
অন্যান্য সুরক্ষামূলক সহায়তা	
দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পেনশন	মাসিক ৭৫০/- টাকা হারে।

৫। বর্তমান প্রকল্পের অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য সকল সংস্থানগুলি প্রত্যাহার করা হল।

৬। সংশোধিত প্রকল্প ১লা এপ্রিল, ২০১৭ থেকে কার্যকর হবে।

৭। এই বিজ্ঞপ্তিটি অর্থ দপ্তরের ইউ ও নং গ্রুপ - এল / ২০১৬-২০১৭, তারিখ: ২১/৩/২০১৭, এর মাধ্যমে গৃহীত সম্মতি অনুসারে প্রকাশিত হল।

মহামান্য রাজ্য পালের আদেশানুসারে
স্বাক্ষর /-
গোপাল কৃষ্ণ
অতিরিক্ত মুখ্য সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রম দপ্তর

এল ডব্লু. শাখা

নং লেবার/২৫৫ / (এল সি - এল ডব্লু.) **তারিখ: কলকাতা, ৩রা এপ্রিল, ২০১৭**

এল ডব্লু. / ৫এম - ১১২ / ১৬

সংশোধনী

ভারত সরকার ৩০.১২.২০০৮ তারিখে ''অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা আইন, ২০০৮'' প্রণয়ন করেন। এই আইনের ৬ ধারার অধীন উপধারা (১) অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রম দফতরের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১০২৫-আই আর, তারিখ ৬.১১.২০০৯ -এর বলে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সামাজিক সুরক্ষা পর্ষদ'' গঠন করেন।

২। এই সামাজিক সুরক্ষা পর্ষদ রাজ্যের পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করে এবং তদানুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রম দপ্তরের আই আর শাখার গৃহীত সংকল্প নম্বর ৯০৭-আই আর/ই আই এল/১-এ-৪/১১০, তারিখ: ১৩.৮.২০১০ এবং আই আর শাখার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৮৩-আই আর/ই আই এল/১-এ-০১/১০, তারিখ: ১৬.২.২০১৫ প্রকাশের মাধ্যমে ''পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, ২০১০'' — নামে একটি প্রকল্পের সূচনা করে।

৩। এই সুরক্ষা প্রকল্প অনুযায়ী পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের পেনশন, পারিবারিক পেনশন, স্বাভাবিক মৃত্যু এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য আর্থিক সহায়তা, হাসপাতালে ভর্তির জন্য আর্থিক সহায়তা, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা প্রকল্প (RSBY)-এর অনুরূপ নগদবিহীন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের সুবিধা, অস্ত্রোপচারের জন্য আর্থিক সহায়তা, মাতৃত্বকালীন সহায়তা এবং উপভোক্তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সুবিধা সহ বিভিন্ন প্রকার সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৪। পেনশন এবং নগদবিহীন চিকিৎসা পরিষেবা ও অস্ত্রোপচারের জন্য আর্থিক সহায়তা ব্যতীত পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত অন্যান্য সহায়তাগুলিকে একটি সংহত ও একীকৃত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার প্রসঙ্গটি বেশ কিছুকাল ধরেই সক্রিয়ভাবে সরকারের বিবেচনাধীন ছিল।

৫। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ''পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, ২০১০''-এর ২৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রযোগ করে মহামান্য রাজ্যপাল সন্তোষপূর্বক পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত সামাজিক সুরক্ষামূলক সহায়তাগুলি এতদ্বারা নিম্নরূপে সংশোধন করলেন:

ক্রমিক সংখ্যা	সহায়তার বিবরণ	সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতামান	প্রদেয় অর্থরাশির পরিমাণ
১।	**পেনশন**	নথিভুক্ত শ্রমিকের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হতে হবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে এই প্রকল্পে ন্যূনতম পাঁচ বছর সদস্যপদ চালু রাখতে হবে।	মাসিক ১৫০০/- টাকা হারে পেনশন প্রদত্ত হবে এবং পাঁচ বছরের বেশি নথিভুক্ত থাকলে পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য আরও ১০/- টাকা করে পেনশন বৃদ্ধি পাবে।
২।	**পারিবারিক পেনশন**		উপভোক্তার সর্বশেষ প্রাপ্ত পেনশনের ৫০ শতাংশ হারে।

ক্রমিক সংখ্যা	সহায়তার বিবরণ	সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতামান	প্রদেয় অর্থরাশির পরিমাণ
৩।	**চিকিৎসা সহায়তা**	কেবলমাত্র অটো এবং ট্যাক্সি চালকদের জন্য নগদবিহীন চিকিৎসা পরিষেবা প্রাপ্তির সুবিধা	রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা প্রকল্প (RSBY)-এর অনুরূপ চিকিৎসা পরিষেবা সহায়তা বাবদ সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা।
		অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে	নথিভুক্ত শ্রমিকের নিজের চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা এবং পরিবারের সদস্য সহ নথিভুক্ত শ্রমিকের নিজের জন্য প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা।

৬। বর্তমান প্রকল্পের অনুচ্ছেদ ৫ -এ বর্ণিত সুবিধাগুলি ব্যতীত অন্যান্য সকল সংস্থানগুলি প্রত্যাহার করা হল।

৭। সংশোধিত প্রকল্প ১লা এপ্রিল, ২০১৭ থেকে কার্যকর হবে।

৮। এই বিজ্ঞপ্তিটি অর্থ দপ্তরের ইউ ও নং গ্রুপ - এল/২০১৬-২০১৭/০১০৫, তারিখ ২১/৩/২০১৭-এর মাধ্যমে গৃহীত সম্মতি অনুসারে প্রকাশিত হল।

মহামান্য রাজ্য পালের আদেশানুসারে
স্বাক্ষর /-
গোপাল কৃষ্ণ
অতিরিক্ত মুখ্য সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভিন্ন যোজনা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭

✷ এই যোজনা কী রূপ?

রাজ্য শ্রম দপ্তর নির্মাণ ক্ষেত্র ও পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিক সহ অন্যান্য সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য **সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭**, নামে একটি একীকৃত এবং অভিন্ন যোজনার প্রবর্তন করেছে। এই যোজনার অধীনে ওই সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও তাঁর পরিবার **ভবিষ্যনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মৃত্যু অথবা শারীরিক অসমর্থতা এবং সন্তানদের শিক্ষার জন্য সহায়তা পাবেন।**

✷ কারা সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭-র আওতায় আসবেন?

পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কল্যাণ আইন,২০০৭-এর তপশিল 'ক' এবং তপশিল 'খ' (সংশোধিত)-তে উল্লিখিত বেতনভোগী ও স্বনিযুক্ত শ্রমিকগণ এই পরিকল্পের আওতাভুক্ত হবেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্য কোনও পেশা বা জীবিকায় কর্মরত শ্রমিকগোষ্ঠীকে পরিকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।

সংশোধিত তালিকার 'ক' অংশে উল্লিখিত ৪৬ (ছেচল্লিশ)টি অসংগঠিত শিল্প হল :

১। মোটরগাড়ি মেরামতের গ্যারেজ (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত)
২। বেকারি বা পাঁউরুটি তৈরীর কারখানা (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত)
৩। বিড়ি প্রস্তুত করা
৪। নৌ পরিচালন পরিষেবা
৫। হাড় গুঁড়ো করার কারখানা (বোন মিল)
৬। বই-খাতা বাঁধাই
৭। কাঁসা/পিতলের পণ্য প্রস্তুত
৮। কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণ
৯। চিনামাটি শিল্প
১০। চলচ্চিত্র শিল্প
১১। রোগ নির্ণায়ক কেন্দ্র /নার্সিং হোম/বেসরকারী হাসপাতাল
১২। নারকেল ছোবড়া শিল্প
১৩। আদালত/রেজিস্ট্রি অফিসে লিপিকরণের কাজ
১৪। কুটির ও গ্রামীণ শিল্প (চুড়ি তৈরী, আতসবাজি, চাকিকল, ঘুড়ি ও ঘুড়ির কাঠি প্রস্তুতি, মৃৎপাত্র শিল্প, ধানভাঙা, সূচিশিল্পে জরি চিকনের কাজ)
১৫। ডালকল
১৬। ডেকোরেশন বা সজ্জাকরণ
১৭। জুতো তৈরীর কাজ (চামড়া, রবার, প্লাস্টিক)
১৮। বনজ/কাষ্ঠ শিল্প
১৯। পোশাক তৈরী

২০। হস্তচালিত তাঁতকল

২১। হোসিয়ারি দ্রব্য

২২। হোটেল/রেস্তোরাঁ

২৩। আই সি ডি এস, আই পি পি-VIII এবং সি ইউ ডি পি-III

২৪। লৌহ ঢালাইকরণ

২৫। খাদি শিল্প

২৬। গালা শিল্প (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত)

২৭। চর্ম ও চর্মজাত পণ্য

২৮। বেকারিতে উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহের কাজে নিযুক্ত কর্মী বা লাইন্সম্যান

২৯। সিঙ্কোনা ছাড়া অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদ বাগিচা

৩০। তেলকল

৩১। কাগজের বোর্ড/পিচ বোর্ড উৎপাদন

৩২। প্লাস্টিক শিল্প

৩৩। যন্ত্রচালিত তাঁত

৩৪। ছাপাখানা

৩৫। চালকল ও ধানকল

৩৬। রবার এবং রবারজাত পণ্য

৩৭। করাতকল

৩৮। নিরাপত্তা সংস্থা (সিকিউরিটি এজেন্সি)

৩৯। রেশম/গুটি চাষ

৪০। দোকান (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত) ও সংস্থা (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত)

৪১। রেশমতন্তু ছাপা (সিল্ক প্রিন্টিং)

৪২। কসাইখানা

৪৩। ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠান

৪৪। ক্ষুদ্র রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান

৪৫। দর্জি শিল্প (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত)

৪৬। প্রতিলিপি মুদ্রাকরণ (টাইপ)

উক্ত তালিকার '**খ**' অংশে ১৫ (পনেরো)টি স্ব-নিযুক্তি পেশার নাম হল :

১। আমিন (জমি জরিপকারী)

২। আয়া/হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের পরিচারক/পরিচারিকা

৩। ক্ষৌরকর্মী ও রূপসজ্জা শিল্পী (বিউটিশিয়ান)

৪। ছুতোর

৫। মুচি/জুতা প্রস্তুতকারী

৬। সাইকেল রিক্সা এবং ভ্যান টানা/চালানো

৭। গৃহকাজে নিযুক্ত শ্রমিক

৮। মৎস্যজীবী

৯। সোনা/রূপা শিল্পে নিযুক্ত

১০। মুটে/কুলি

১১। মূর্তিশিল্প

১২। রেলের ফেরিওয়ালা

১৩। সংবাদপত্র ফেরি সহ অন্যান্য পথ ফেরিওয়ালা

১৪। জঞ্জাল সাফাইকারী

১৫। বেসরকারী সংস্থা (NGO) এবং স্বনিযুক্ত শ্রম সংগঠক (SLO) সহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে নিযুক্ত ব্যক্তি।

এছাড়াও নির্মাণ ও পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকগণও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

✷ **প্রকল্পে নাম নথিভুক্তির জন্য যোগ্যতামান কী?**

নথিভুক্ত পেশা বা জীবিকায় অন্তর্ভুক্ত ওই

ক) শ্রমিককে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে।

খ) শ্রমিকের বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

গ) নির্মাণ এবং পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকগণ ব্যতীত অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকের পারিবারিক মাসিক আয় ৬৫০০ টাকার বেশি হবে না। নির্মাণ এবং পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য মাসিক পারিবারিক আয়ের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

✷ **এই প্রকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকরা কী কী সুযোগ সুবিধা পাবেন?**

এই প্রকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকেরা নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা পাবেন :

- **ভবিষ্যনিধি :**

  (ক) উপভোক্তা — মাসিক ২৫ টাকা

  (খ) সরকারি অনুদান — মাসিক ৩০ টাকা

  (গ) কেন্দ্রীয় সরকার সময়ে সময়ে যে হারে সাধারণ ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে সুদ প্রদান করে রাজ্য সরকারও সেই হারে ঐ কর্মচারীর তহবিলে সুদ প্রদান করবেন।

  (ঘ) কর্মচারীর ৬০ বছর বয়স উত্তীর্ণ হলে, অথবা ঐ পরিকল্পে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেলে অথবা মৃত্যুর কারণে অ্যাকাউন্ট চালু না থাকলে, সুদসহ সমস্ত পুঞ্জীভূত টাকা ঐ শ্রমিককে অথবা তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা বৈধ উত্তরাধিকারীকে ফেরত দেওয়া হবে।

- **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ :**

কোন অসুস্থতার কারণে সরকারী হাসপাতাল অথবা ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্থ স্কীম-২০০৮ এর তালিকাভুক্ত হাসপাতালে অন্তর্বিভাগ/বহির্বিভাগে চিকিৎসা হলে :

(ক) উপভোক্তা বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা বার্ষিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন।

(খ) শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে একজন উপভোক্তা এবং / অথবা তাঁর পরিবারে সদস্যরা সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবেন।

(গ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে একজন উপভোক্তার কর্মদিবস নষ্ট হলে এবং তিনি অন্তত পাঁচ দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকলে ঐ উপভোক্তাকে প্রথম ৫ দিনের জন্য ১০০০ টাকা এবং বাকি দিনগুলি প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া যাবে। এই সুবিধা কেবলমাত্র উপভোক্তাকেই দেওয়া হবে।

- **মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা :**

মৃত্যু :

দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু হলে ২ লক্ষ টাকা প্রদান

স্বাভাবিক মৃত্যুতে ৫০ হাজার টাকা প্রদান

শারীরিক অসমর্থতা :

উপভোক্তা ন্যূনতম ৪০% শারীরিক অসামর্থতার ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান পাবেন। উপভোক্তা দুর্ঘটনাজনিত কারণে দুটি চোখেরই দৃষ্টিশক্তি হারালে, দুটি হাতের কর্মদক্ষতা অথবা দুটি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে একটি চোখ এবং একটি হাত/পা-এর কর্মক্ষমতা/ চলচ্ছক্তি হারালে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। উপভোক্তা দুর্ঘটনাজনিত কারণে একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারালে, একটি হাতের কর্মক্ষমতা অথবা একটি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

- **শিক্ষা :**

• একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত	৪ হাজার টাকা
• দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত	৫ হাজার টাকা
• আই.টি.আই-তে প্রশিক্ষণরত	বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা
• স্নাতক স্তরে পাঠরত (কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য)	বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা
• স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত (কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য)	বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা
• পলিটেকনিকে পাঠরত	বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা
• ডাক্তারি/ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত	বাৎসরিক ৩০ হাজার টাকা

- উপভোক্তাদের দুটি কন্যাসন্তান-এর স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করার জন্য প্রত্যেককে **২৫ হাজার টাকা** আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- এই সুবিধা ঐ কন্যাদের পড়াশুনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত থাকলে তবেই প্রদান করা হবে।
- **দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ :**

উপভোক্তা এবং অথবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা বিকল্প অর্থনৈতিক কাজ-কারবার, মূলত স্বনিযুক্তিতে সমর্থ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট থেকে তারা নিখরচায় এই প্রশিক্ষণ পাবে।

✷ **নাম নথিভুক্তির জন্য শ্রমিক কীভাবে আবেদন করবেন?**

(ক) প্রকল্পে নথিভুক্ত হতে আগ্রহী কোনও অসংগঠিত শ্রমিক উল্লিখিত যোগ্যতামানের নিরিখে উপযুক্ত গণ্য হলে, তিনি এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত নিদর্শ-১ (Form-I) পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহযোগে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (Registering Authority বা RA) নিকট পোর্টালের মাধ্যমে (ssy.wblabour.gov.in) আবেদন করবেন।

(খ) নথিভুক্তির জন্য পোর্টালের (ssy.wblabour.gov.in)- 'QUICK APPLICATION' মেনুতে গিয়ে নির্দেশ অনুযায়ী আবেদন করবেন।

(গ) আবেদন পত্রের (ফর্ম-১) সাথে আবেদনকারীর ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের প্রথম পাতা এবং ভোটার কার্ড (EPIC) অথবা আধার কার্ডের (যদি প্রাপ্ত হয়ে থাকে) প্রতিলিপি (ফোটো কপি), সাম্প্রতিক রঙিন ছবি ও স্বাক্ষর Scan করে সংযুক্ত করতে হবে।

✷ আবেদনপত্র কার দ্বারা শংসায়িত হবে?

আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা জেলা/বিধানসভার সদস্য/লোকসভার সদস্য/পৌরনিগমের মেয়র/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি/পরিষদের সভাধিপতি /গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অথবা সদস্য/বোরো কমিটির সভাপতি, কমিশনার, কাউন্সিলার, সহ সভাপতি/পৌরসভা অথবা পৌরনিগমের সভাপতি অথবা প্রধান/গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর নির্বাচিত সদস্য দ্বারা এই শংসাপত্র প্রদত্ত হতে হবে।

✷ নাম নথিভুক্তির জন্য শ্রমিক কোথায় আবেদন করবেন?

ssy.wblabour.gov.in-এই পোর্টালে গিয়ে আবেদন করবেন।

সহায়তার জন্য জেলা বা মহকুমা স্তরের যে কোনও আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয়ে (RLO) অথবা ব্লক ও পৌরসভা স্তরের যে কোনও শ্রমিক কল্যাণ সহয়তা কেন্দ্রে (LWFC) যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভা ওয়ার্ডে স্বনিযুক্ত শ্রম সহায়ক (SLO) এর কাছেও যোগাযোগ করতে পারেন।

✷ অসংগঠিত ক্ষেত্রের যে সকল শ্রমিক ইতিমধ্যে পূর্ব প্রবর্তিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা কীভাবে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭-র সুবিধা পাবেন?

অসংগঠিত ক্ষেত্রের যে সকল শ্রমিক ইতিমধ্যে পূর্ব প্রবর্তিত অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (SASPFUW), পশ্চিমবঙ্গ ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মীদের কল্যাণ প্রকল্প (WBB&OCWWS) বা পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের (WBTWSSS) অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা সকলেই ১.১.২০১৭ থেকে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭-র আওতাভুক্ত হয়েছেন।

ইতিমধ্যে নথিভুক্ত শ্রমিকগণ তাঁদের বর্তমান নিবন্ধীকরণ নম্বর, ব্যাঙ্কের, প্রকল্পের পাসবই, আধার কার্ড (যদি থাকে) ইত্যাদিসহ ইতিমধ্যে সংগৃহীত তথ্য সমূহের সাম্প্রতিকীকরণের জন্য নিকটবর্তী আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয়/শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্র (LWFC) অথবা জনপরিষেবা কেন্দ্র/তথ্যমিত্র কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ভবিষ্যনিধি তহবিল সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায়কারী (Collecting Agent) বা স্বনিযুক্ত শ্রম সংগঠক (SLO)-এর সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

✷ ''সামাজিক মুক্তি কার্ড'' কী?

''সামাজিক মুক্তি কার্ড'' অর্থে প্রকল্পে নিবন্ধীকৃত শ্রমিকদের শনাক্তকরণের জন্য ''পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ'' কর্তৃক প্রদত্ত/ স্মার্ট কার্ড অথবা একটি প্লাস্টিক কার্ড অথবা একটি কাগজের কার্ডকে বোঝাবে।

✷ কারা ''সামাজিক মুক্তি কার্ড'' পাবেন?

(ক) ইতিমধ্যে নথিভুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রদান করা 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' (SMC), প্রকল্পের নিবন্ধীকরণ নম্বর ও পাসবই ইত্যাদি এই বর্তমান প্রকল্পে বৈধ নথি দস্তাবেজ রূপে গণ্য হবে।

(খ) এই প্রকল্পে নতুনভাবে নথিভুক্ত সকল অসংগঠিত শ্রমিকরাও এই যোজনার বিবিধ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' (SMC) অনলাইনেই পাবেন।

(গ) ইতিমধ্যে যে সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিক বিভিন্ন প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন অথচ এখনও 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' (SMC) পাননি, তাঁরাও এই অনলাইন পরিষেবা পাবেন।

- **কোন নির্মাণ বা পরিবহণ শ্রমিক যারা ১/৪/১৭-এর পরবর্তী সময়ে নির্মাণ বা পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন বা হবেন, তারাও কি একই সঙ্গে SSY-এর সুবিধা পাবেন?**

SSY-এর সুবিধা পাওয়ার জন্য ১.৪.১৭-এর পর থেকে সমস্ত শ্রমিককেই From-I পূর্ণ করে এই যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে।

যাঁরা নতুনভাবে নির্মাণ/পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য আলাদা প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা SSY-তে নথিভুক্ত না হলে শুধুমাত্র নির্মাণ/পরিবহণ শ্রমিকদের পরিবর্তিত প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন।

- **শ্রমিক কীভাবে এই যোজনার অন্তর্গত সুবিধা পেতে পারেন?**

এই প্রকল্পের অন্তর্গত কোন সুবিধা পাওয়ার জন্য শ্রমিককে From-V পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্ত করে নিকটবর্তী শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। এই পরিষেবাটিও শীঘ্রই অনলাইন হতে চলেছে।

যে কোন ধরনের সুবিধা নেওয়ার জন্য ফর্ম-৫ পূরণ করে আবেদন করবেন।

এই ফর্মের বিভিন্ন প্রকার সুবিধা পাওয়ার জন্য যে সকল তথ্য দিতে হবে তা হল,

✸ প্রভিডেন্ট ফান্ড এর ক্ষেত্রে — সাসপফাউ/সামাজিক সুরক্ষা যোজনার পাশবই (অরিজিনাল কপি)

✸ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ — হাসপাতালের 'শংসাপত্র' এবং ভাউচার-এর অরিজিনাল কপি

✸ মৃত্যু এবং দুর্ঘটনাজনিত অসমর্থতা — পাশবই এর কপি, ডেথ সার্টিফিকেটের কপি পুলিশ ও পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট (দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে)

✸ শিক্ষা — যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত তার প্রধান-এর 'শংসাপত্র' এবং ফী জমা দেওয়ার রসিদ (অরিজিনাল কপি)।

নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

- **নির্মাণকর্মী কারা?**

  যে সব শ্রমিকেরা —

  ভবন, সড়কপথ, রেল, ট্রামলাইন, বিমানবন্দর, সেচ নিকাশি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিজলি ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা, টেলিভিশন এবং টেলিফোনের টাওয়ার নির্মাণ ও তার লাগানো, জলাশয়, জলাধার, সুড়ঙ্গ বানানো, পাইপলাইন, তেল ও গ্যাস সংস্থাপন ইত্যাদি কাজে নির্মাণ, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, এমনকি ভাঙার কাজ করছেন তারা নির্মাণ কর্মী হিসাবে গণ্য হবেন ও এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হতে পারবেন।

  শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৮০৩ আই.আর. তারিখ ১৬ আগষ্ট, ২০১৩ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ইট/টালি প্রস্তুতকরণ এবং পাথর খাদানে ও পাথর ভাঙার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরাও নির্মাণকর্মী হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

- **প্রকল্পে নথিভুক্তিকরণের শর্তাবলী :**

  (ক) নির্মাণকর্মীর বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

  (খ) বিগত এক বছরে নির্মাণকর্মীকে ন্যূনতম ৯০ দিন উপরোক্ত নির্মাণ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

- **কীভাবে আবেদন করবেন?**

  কলকাতা ছাড়া অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন চালু হয়েছে। এই আবেদন পদ্ধতি পুস্তিকার ২২ নম্বর

পাতায় 'ফর্ম নং ২৭' এ বর্ণিত হয়েছে।

কলকাতার জন্য —

পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদের ২৭ নং ও ৩১ নং ফর্মে আবেদন করতে হবে।

ফর্মের সঙ্গে জমা দিতে হবে —

(ক) চার কপি পাসপোর্ট মাপের ছবি।

(খ) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে কোন শংসাপত্র অথবা ভোটার পরিচয়পত্র/রেশন কার্ড-এর Attested Xerox Copy

(গ) ২০/- টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি এবং বাৎসরিক ৩০ টাকা হারে ১ বছরের অগ্রিম চাঁদা।

- **কোথায় ও কীভাবে আবেদনপত্র/টাকা জমা দেবেন?**

শুধুমাত্র কলকাতার জন্য নির্মাণ শ্রমিক নিজে কলকাতা অফিসে (শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্রে/উপশ্রম কমিশনারের অফিসে) এসে অথবা সংগ্রহকারী এজেন্টের মাধ্যমে আবেদনপত্র/টাকা জমা দেবেন।

সমস্ত জেলায় —

অন্যান্য ক্ষেত্রে অন-লাইনে আবেদন পত্র জমা দিতে হবে।

- **এই প্রকল্পে নথিভুক্ত নির্মাণকর্মী কী কী সুযোগসুবিধা পাবেন?**

নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদের সুযোগ সুবিধা —

পেনশন : ন্যূনতম ৫ বছর একটানা সদস্য থাকলে ৬০ বছর বয়সের পর প্রতি মাসে ন্যূনতম ৭৫০ টাকা হারে এবং পেনশনভোগীর মৃত্যুতে ৫০% হারে পারিবারিক পেনশন।

দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার কারণে পেনশন : মাসে ৭৫০ টাকা হারে।

পেনশনভোগীর মৃত্যুতে তার স্ত্রী/স্বামীর জন্য মাসে ৩৭৫ টাকা হারে।

- **প্রকল্পের সুযোগসুবিধা কীভাবে পাওয়া যাবে?**

প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পেতে গেলে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র যথাযথ পূরণ করে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং পরিচয়পত্র ও পাসবই-এর প্রত্যায়িত নকল সহ সংশ্লিষ্ট সহ/উপশ্রম কমিশনারের অফিসে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-এ একটি সেভিংস্ অ্যাকাউন্ট (SAVINGS ACCOUNT) খুলতে হবে। আবেদনপত্র মঞ্জুর হলে তার টাকা উক্ত অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে।

২৭ নং ফর্ম

২৬৯ নং বিধি অনুযায়ী উপকৃত হিসাবে নাম নথিভুক্তির আবেদনপত্র

১। (ক) নির্মাণকর্মীর নাম : ....

(খ) পিতা/স্বামীর নাম : ....

(গ) জন্ম তারিখ/বয়স : ....

(বয়সের প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল দিতে হবে)

(ঘ) স্থায়ী ঠিকানা : ....

(ঙ) বর্তমান ঠিকানা : ....

(চ) বৈবাহিক অবস্থান : বিবাহিত/অবিবাহিত/বিধবা/বিপত্নীক ....

ছোট মাপের ছবি লাগাতে হবে

২। আবেদনকারী যে সংস্থা/সংস্থাসমূহে বিগত ১২ মাস কাজ করছেন সেটির/সেগুলির কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা :

ক্রমিক সংখ্যা	কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা	আবেদনকারী যেখানে কাজ করেন/করতেন তার বিবরণ ও স্থান	সংস্থাটির নথিভুক্তির সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ২। ৩।			

আবেদনকারীর পদ এবং কাজের ধরন	কাজে যোগদানের তারিখ এবং ছাড়ার তারিখ		প্রকৃত কাজ করার দিনের সংখ্যা	মন্তব্য
	যোগদানের তারিখ	ছাড়ার তারিখ		
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

৩। পি.এফ/ই.এস.আই. নং/(যদি থাকে) :

৪। নথিভুক্তির জন্য টাকা জমা দেবার সাপেক্ষে কাগজের বিবরণ :

৫। জমার হার :

৬। ব্যাঙ্কের নাম, নম্বর ও শাখার বিবরণ :

উল্লিখিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্থান : ....

তারিখ : ....   আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আমি ঘোষণা করছি যে এই আবেদনকারী ২/৩ নং ধারায় উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী নির্মাণকর্মী হিসাবে নিয়োজিত ছিল/আছে।

....

স্বাক্ষর

নিয়োগকর্তা/এম.পি./এম.এল.এ./জেলা পরিষদের সভাধিপতি/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি/ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র/বোরো কমিটির চেয়ারম্যান/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/ন্যূনতম মজুরি পর্যবেক্ষক/কৃষির ন্যূনতম মজুরির পর্যবেক্ষক/দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের কাউন্সিলর/আবেদনকারী যে নিবন্ধীকৃত নির্মাণকর্মী ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য, তার সভাপতি/সম্পাদক-এর সই ও সীলমোহর।

প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রী/শ্রীমতী ....

ঠিকানা ....

এর নিকট হইতে নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদে নাম নথিভুক্তির একটি আবেদনপত্র গৃহীত হল।

তারিখ ....

স্থান ....

সীলমোহর   স্বাক্ষর

(২৭০ নিয়ম দেখুন)

মনোনয়ন ফর্ম (ফর্ম নং - ৩১)

আমি নিম্নোক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে আইনত নির্ভরশীল হিসাবে আমার সমস্ত পাওনা টাকা ওয়েস্ট বেঙ্গল বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের কাছ থেকে নেওয়ার জন্যে এবং আমার মৃত্যুর পর ন্যায্য উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাপ্য আমার সমস্ত সুযোগসুবিধা পাবার জন্য মনোনীত করছি।

মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম এবং ঠিকানা	কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির বয়স	প্রত্যেক মনোনীত ব্যক্তির প্রাপ্য অংশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)

স্থান :

তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....

নাম ....

ঠিকানা ....

....

এবং ভোগদখলকারী ব্যক্তি কর্মচারীর

রেজিস্ট্রেশন নং ....

পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ২০১০ (১.৪.২০১৭ পর্যন্ত পরিবর্তিত)

১. পরিবহণ শ্রমিক কারা?

বাণিজ্যিক কারণে ব্যবহৃত যন্ত্রচালিত যানবাহন যথা বাস, ট্যাক্সি, লাক্সারি ট্যাক্সি, হালকা বাণিজ্যিক যানবাহন, ভ্যান, অটো রিক্সা, টেম্পো, লরি, ট্রাক প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকগণ এই প্রকল্প অনুযায়ী পরিবহণ শ্রমিক।

২. পরিবহণ শ্রমিকের পরিবার বলতে কাদের বোঝায়?

পরিবহণ শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল পরিবার বলতে শ্রমিকের স্ত্রী/স্বামী, ২১ বছর বয়স পর্যন্ত পুত্র, অবিবাহিতা/বিধবা/বিবাহ বিচ্ছিন্না কন্যা, নির্ভরশীল পিতা-মাতা, মৃত পুত্রের বিধবা ও তার পুত্র কন্যাদের বোঝায়।

৩. এই প্রকল্পের সুবিধা কীভাবে পাওয়া যায়?

এই প্রকল্পের সুবিধাগুলি পেতে হলে, এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্তকরণ এবং নবীকরণ প্রয়োজন।

৪. নাম নথিভুক্তকরণ কীভাবে হয়?

কলকাতার জন্য —

নাম নথিভুক্তকরণের জন্য ফর্ম নং-১ পূরণ করতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে —

(ক) ত্রিশ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি ;

(খ) শ্রমিকের ৩ কপি সাম্প্রতিক ছবি এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ১ কপি করে ছবি ;

(গ) বয়সের প্রমাণপত্র (হাসপাতাল/নার্সিংহোম/পুরসভা/পঞ্চায়েত প্রদত্ত জন্মের প্রমাণপত্র (Birth Certificate)/বিদ্যালয় ত্যাগের শংসাপত্র/ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড (EPIC)/রেশন কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি-এর Attested Xerox Copy;

(ঘ) ঠিকানার প্রমাণপত্র— ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড (EPIC), ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেশন কার্ড ইত্যাদি-এর Attested Xerox Copy;

বাকি সমস্ত জেলার ক্ষেত্রে অন-লাইন আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। অন-লাইন আবেদন পদ্ধতি পুস্তিকার ২৭ নম্বর পাতায় বর্ণিত হয়েছে।

৫. সদস্যপদ নবীকরণ কীভাবে হয়?

সদস্যপদ নথিভুক্তির এক বছর পরে, পরিবহণ শ্রমিককে ফর্ম-৩ পূরণ করে সদস্যপদ নবীকরণ করাতে হবে। নবীকরণ করার জন্য কোন ফি দিতে হবে না।

৬. আবেদনপত্র ও টাকা কোথায় জমা দিতে হয়?

কলকাতার ক্ষেত্রে—

পঞ্চায়েত এলাকায় ব্লকে অবস্থিত শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্রে এবং পৌরসভা এলাকায়—শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্রে বা জেলা ও মহকুমা শহরে অবস্থিত উপ/সহ শ্রম কমিশনারের দপ্তরে।

৭. এই প্রকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকেরা কী কী সুবিধা পাবেন?

ক। **পেনশন** : ন্যূনতম ৫ বছর একটানা সদস্য থাকলে ৬০ বছর বয়সের পর মাসিক ১৫০০ টাকা হারে পেনশন।

খ। **পারিবারিক পেনশন** : প্রাপ্ত পেনশনের ৫০% হারে।

গ। **চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা** : এই প্রকল্পে নথিভুক্ত কোন শ্রমিক বা তার উপর নির্ভরশীল সদস্য ক্যান্সার, কুষ্ঠ, হৃদরোগ, কিডনির অসুখ, এডস, থ্যালাসেমিয়া, সেরিব্রাল পালসি, ভেরিকোস ভেন বা চোখের অসুখে আক্রান্ত হন সেক্ষেত্রে বছরে —

অস্ত্রোপচারের জন্য সর্বাধিক ১,০০,০০০/- টাকা অবধি অনুদান সদস্যের নিজের ক্ষেত্রে এবং ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত নিজের ও পরিবারের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য এছাড়াও অটো এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারদের জন্য ক্যাশলেস মেডিক্যাল বেনিফিট ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত।

পরিবহন এবং নির্মাণকর্মীদের ই-ডিস্ট্রিক্ট মিশন মোড প্রজেক্টের মাধ্যমে অন্-লাইন নথিভুক্তিকরণ পদ্ধতি

(edistrict.wb.gov.in)

১) অসংগঠিত শ্রমিক নিকটবর্তী তথ্যমিত্র কেন্দ্র/কিয়স্ক/যেকোনও ইন্টারনেট যোগাযোগ সম্বলিত কম্পিউটার-এর মাধ্যমে আবেদন পত্র ও প্রয়োজনীয় নথি অন্-লাইনে জমা করতে পারবেন।

২) যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদন পত্র ও নথি জমা করার পর, অসংগঠিত শ্রমিক তার আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র সহ একটি ''আবেদন শনাক্তকরণ সংখ্যা'' বা অ্যাপলিকেশন আইডেন্‌টিফিকেশন নম্বর (এ.আই.এন) পাবেন।

৩) এই নম্বরের মাধ্যমে আবেদনকারী যেকোন সময় তার আবেদন পত্রের অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৪) তাঁর জমা করা আবেদন পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক/সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ যখন যেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তখনই আবেদনকারী সেই মর্মে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা (SMS)/ই-মেইল বার্তা পাবেন।

৫) আবেদনকারীর আবেদন পত্র যথাযথভাবে বিবেচিত ও গৃহীত হলে আবেদনকারীকে সেই মতো জানানো হবে এবং তাঁকে নির্ধারিত ফি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হবে।

৬) ফি প্রদানের জন্য আবেদনকারী প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অফিসে গিয়ে ফি জমা করে একটি রসিদ গ্রহণ করবেন। একই সঙ্গে তাঁর মূল আবেদন পত্রটিও জমা করবেন।

৭) ফি জমা দেওয়ার রসিদটি স্ক্যান করে নিকটবর্তী তথ্যমিত্র কেন্দ্র/কিয়স্ক/যেকোনও ইন্টারনেট সম্বলিত কম্পিউটারের মাধ্যমে সিস্টেমে আপলোড করতে হবে।

৮) সিস্টেমে রসিদ-এর স্ক্যান কপিটি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক, উক্ত আবেদন পত্র ডিজিটাল সিগনেচার সহ অনুমোদন করবেন। নথিভুক্তির শংসাপত্র ঐ সিস্টেমের মাধ্যমে তৈরী হয়ে যাবে এবং আবেদনকারীকে সঙ্গে সঙ্গে অবহিত করা হবে।

৯) আবেদনকারী যেকোনও তথ্যমিত্র কেন্দ্র/কিয়স্ক/যে ইন্টারনেট সম্বলিত কম্পিউটার থেকে নথিভুক্তির শংসাপত্রের প্রিন্ট নিতে পারবেন।

ফর্ম নং - ১

পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নাম নথিভুক্তির আবেদনপত্র

প্রতি
নিবন্ধীকরণ আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের
সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

আবেদনকারীর সাম্প্রতিক স্ট্যাম্প সাইজ ছবি

....
....

মহাশয়,

আমি এতদ্বারা পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নাম নিবন্ধীকরণের জন্য আবেদন করছি। সঙ্গে ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা জমা দিলাম।

১। নাম : ....

২। পিতা/স্বামীর নাম : ....

৩। স্ত্রী/পুরুষ : ....

৪। স্থায়ী ঠিকানা : ....

৫। বর্তমান ঠিকানা : ....

৬। পোস্ট অফিস (পিন) : ....

৭। জেলা : ....

৮। জাতি—সাধারণ/তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী: ....

৯। ধর্ম : ....

১০। জন্ম তারিখ : ....

১১। (ক) **কী ধরনের পরিবহণ শ্রমিক :** স্বনিযুক্তি/মজুরী নিযুক্তি

(খ) **কী ধরনের গাড়ি :** বাস/মিনিবাস/ট্রাক/অটো/ভ্যান/টেম্পো/ট্যাক্সি/লাক্সারি ট্যাক্সি/অন্যান্য

(গ) **কাজের ধরন :** ড্রাইভার/কনডাক্টর/হেল্পার/ক্লিনার/অন্যান্য

১২। নির্ভরশীল সদস্যদের বিবরণ

(সংযোজন পূরণ করুন)

....

আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ

আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি দেওয়া আবশ্যক :

১। **৩ কপি ছবি** (১ কপি দরখাস্তের ডানদিকে নির্ধারিত জায়গায় সেঁটে দিতে হবে) আর দুই কপি সঙ্গে দিতে হবে।

২। **বয়সের প্রমাণপত্র :** হাসপাতাল/নার্সিংহোম, পুরসভা, পঞ্চায়েত প্রদত্ত জন্মের প্রমাণপত্র (Birth Certificate), বিদ্যালয় ত্যাগের শংসাপত্র, ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড/রেশন কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি।

শংসাপত্র

(সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, সংশ্লিষ্ট পুরসভা/পুরনিগম এলাকায় পুরসভা/নিগমের কমিশনার/কাউন্সিলর/সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা পরিষদের সদস্য/সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা/নিজস্ব এলাকার জনপ্রতিনিধি যথা এম.এল.এ. অথবা এম.পি./আবেদনকারী যে নিবন্ধীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য, সেই ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি/সম্পাদক অথবা পরিদর্শক বা তদূর্ধ্ব রাজ্য সরকারী আধিকারিক দ্বারা প্রদত্ত)

আমি আবেদনকারী/আবেদনকারিণী শ্রী/শ্রীমতী .... কে চিনি এবং এতদ্বারা সংশিত করিতেছি যে, তাঁহার প্রদত্ত বিবৃতিগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সর্বৈব সত্য।

স্বাক্ষর ....

নাম ....

তারিখ ....   সীলমোহর ....

সংযোজনী

পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক	লিঙ্গ	বয়স

....

(আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ)

মনোনীত ব্যক্তির বিবরণ

মনোনীত ব্যক্তির নাম	আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক	বয়স	লিঙ্গ	ঠিকানা

....

(আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ)

আরো জানতে এবং নথিভুক্তির জন্য যোগাযোগ করুন

- **শ্রম কমিশনারের অফিস**
  ১২তম তল, নব মহাকরণ, ১, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
  দূরভাষ-(০৩৩) ২২৪৮-৮১৫০, ই-মেল - labourcommissioner.wb@gmail.com

- **পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিতক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ**
  ৯ম তল, বি-ব্লক, নব মহাকরণ, ১, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০১
  দূরভাষ-(০৩৩) ২২৩১-৫১৬৭, (০৩৩) ২২৩১-৫১৬৮, ই-মেল - wbuswwb2018@gmail.com

- **পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদ**
  ৫ম তল, নব মহাকরণ, ১, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১
  দূরভাষ-(০৩৩) ২২৬২-২৯৭০, ই-মেল - wbbocw@gmail.com

- **মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প**
  ১২তম তল, নবমহাকরণ, ১, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
  দূরভাষ-(০৩৩), (০৩৩) ২২৬২-৪৩৪১, ই-মেল - wbtwsss@gmail.com

জেলার জন্য

১। **কলকাতা**

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষের কার্যালয়, কলকাতা**
  ৬, চার্চ লেন, চতুর্থ তল, কলকাতা -৭০০ ০০১
  দূরভাষ-২২৪৮-৫৭২১

২। **উত্তর ২৪ পরগনা**

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, বনগাঁ**
  বনগাঁ স্টেশন রোড, পোঃ-বনগাঁ, জেলা-২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭৪৩২২৫
  দূরভাষ-০৩২১৫-২৫৫-৭২৩

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, বারাসাত**
  ৩৪, কে এন সি রোড (স্টেশন রোড), সর্বোচ্চ তল, পোঃ-বারাসাত, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর)
  কোলকাতা-৭০০ ১২৪
  দূরভাষ-২৫৫২-৩৬২৮

- **যুগ্মশ্রম মহাধ্যক্ষ, ব্যারাকপুর**
  ১৮৩, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, চতুর্থ তল, পোঃ-তালপুকুর, জেলা-২৪ পরগনা (উত্তর)
  কলকাতা—৭০০ ১২৩
  দূরভাষ-২৫৯২-০১২৪

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, বসিরহাট**
  ময়লাখোলা মোড়, টাকি রোড, বসিরহাট, জেলা-২৪ পরগনা (উত্তর)
  দূরভাষ-০৩২১৭-২৬৬-৪৫৯

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, বিধাননগর**

  পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ ভবন, ষষ্ঠ তল, পি-৩, সি.আই.টি স্কীম- VIIএম, কাঁকুড়গাছি,

  কলকাতা-৭০০ ০৫৪

  দূরভাষ-০৩৩-২৩২০-৬৬৪০

৩। **দক্ষিণ ২৪ পরগনা**

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, ডায়মন্ড হারবার**

  রায় নগর রেলগেটের নিকট, পোঃ-ডায়মন্ড হারবার

  জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন - ৭৪৩৩৩৯

  দূরভাষ-০৩১৭৪-২৫৫-১৪৪

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, আলিপুর**

  বেহালা শিল্প তালুক, তৃতীয় তল, ব্লক-৪(উত্তর), ৬২০ ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৪

  দূরভাষ-০৩৩-২২৩১-৭৫৯০

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, ফলতা**

  স্পেশাল ইকোনমিক জোন, ফলতা, পোঃ-রামনগর, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ)

  দূরভাষ-০৩১৭৪-২২২-৪২৯

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, কাকদ্বীপ**

  সুভাষনগর (S.D.P.O. অফিসের নিকটে), পোঃ-কাকদ্বীপ, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ)

  দূরভাষ-০৩২১০-২৫৫-১২৯

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, ক্যানিং**

  ১, দিঘির পাড় গার্লস হাইস্কুল পাড়া রোড, পোঃ- ক্যানিং, জেলা-২৪ পরগনা দক্ষিণ

  দূরভাষ-০৩২১৮-২৫৫-০১১

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, বারুইপুর**

  নন্দরানী কমপ্লেক্স, ৪৭৪ কুলপী রোড ভট্টাচার্জী পাড়া, শিবাণী পীঠ, (২১৮ বাস স্ট্যান্ডের নিকট)

  পোঃ -বারুইপুর, কলকাতা-৭০০ ১৪৪ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

  দূরভাষ-০৩৩-২৪৩৩-০০০৪

৪। **হাওড়া**

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, হাওড়া,**

  ২৮, নিত্যধন মুখার্জী রোড, পোঃ-হাওড়া, জেলা-হাওড়া

  দূরভাষ-২৬৩৭-৫১৩৬

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, উলুবেড়িয়া**

  বাজারপাড়া, কুমার কুমারী ভবন, উলুবেড়িয়া, জেলা-হাওড়া

  দূরভাষ-২৬৬১-০৪২৪

৫। হুগলি

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, শ্রীরামপুর**
  ১১/সি, রাজা কে. এল. গোস্বামী স্ট্রিট, তৃতীয় তল, পোঃ-শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলি
  দূরভাষ-২৬৬২-১৬০২

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, আরামবাগ**
  কে.বি মার্কেট (তৃতীয় তল),লিংক রোড, গৌরহাটি মোড়, পোঃ-আরামবাগ, জেলা-হুগলি,
  পিন-৭১২৬০১
  দূরভাষ-০৩২১১-২৫৪-২৭৩

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, চন্দননগর**
  চন্দননগর, পালিকা বাজার, দ্বিতীয় তল, পোঃ-চন্দননগর, জেলা - হুগলি
  দূরভাষ-২৬৮৩-৫৩৫৬

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, চুঁচুড়া**
  প্রশাসনিক ভবন (দ্বিতীয় তল), পোঃ-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২১০৯
  দূরভাষ-০৩৩-২৬৮০-০১৬৮

৫। বাঁকুড়া

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, বাঁকুড়া**
  ১/২/বি, (তৃতীয় তল) চাঁদমারি ডাঙ্গা, পোঃ-বাঁকুড়া, জেলা-বাঁকুড়া, ৭২২১০১
  দূরভাষ-০৩২৪২-২৫৪-৮৯৩

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, বিষ্ণুপুর**
  বাইলাপাড়া, পোঃ-বিষ্ণুপুর, জেলা-বাঁকুড়া
  দূরভাষ-০৩২৪৪-২৫২-২৩১

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, খাতরা**
  রবীন্দ্র সরণি, পোঃ-খাতরা, থানা-খাতরা, জেলা-বাঁকুড়া
  দূরভাষ-০৩২৪৩-২৫৬০০১

৭। নদিয়া

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, কল্যাণী**
  ডি. সি. বিল্ডিং, পোঃ-কল্যাণী, জেলা-নদিয়া, পিন-৭৪১২৩৫
  দূরভাষ-২৫৮২-৮৩৬৮

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, কৃষ্ণনগর**
  W.B.S.R.D.A. বিল্ডিং, প্রথম তল, জেলাপরিষদ, কৃষ্ণনগর, জেলা-নদিয়া, পিন-৭৪১১০২
  দূরভাষ-০৩৪৭২-২৫২-৪৬৬

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, রানাঘাট**
  পৌরসভা ভবন, রানাঘাট, পোঃ-রানাঘাট, জেলা-নদিয়া
  দূরভাষ-০৩৪৭৩-২১৫০৩৩

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, তেহট্ট**
  পুরাতন এস.ডি.ও. অফিস ভবন, ২য় তল, পোঃ-তেহট্ট
  জেলা-নদিয়া
  দূরভাষ - ০৩৪৭১-২৪৯০৬১

৮। পূর্ব মেদিনীপুর

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, হলদিয়া**
  বাসুদেবপুর, পোঃ-খঞ্জনচক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬০২
  দূরভাষ-০৩২২৪-২৭৪-২২৪

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, কাঁথি**
  মনোহরচক, পোঃ-কাঁথি, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর
  দূরভাষ-০৩২২০-২৫৫-২২০

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, তমলুক**
  ৪/২/৬, আবাসবাড়ি, পোঃ-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর
  দূরভাষ-০৩২২৮-২৭০-৩৯১

- পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহাকুমার জন্য কোন অনুমোদিত সহশ্রম মহাধ্যক্ষ পদ নেই। সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, কাঁথি এই মহকুমার দায়িত্বে রয়েছেন।

৯। ঝাড়গ্রাম

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, ঝাড়গ্রাম**
  শশীকলা ভবন, ঘোড়াধোরা, পোঃ-ঝাড়গ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম
  দূরভাষ-০৩২২১-২৫৮-৭৯১

১০। পশ্চিম মেদিনীপুর

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, খড়্গপুর**
  হোল্ডিং নং-২১৭/২১-এ, পীরবাবা, পোঃ-ইন্দ খড়্গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০৫
  দূরভাষ-০৩২২২-২২৫-২৭৩

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, ঘাটাল**
  পোঃ-ঘাটাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর
  দূরভাষ-০৩২২৫-২৫৬-৩৪৯

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, মেদিনীপুর**
  বারি সাহেবের মাঠ, নানুর চক, মিঞা বাজার, পোঃ-পশ্চিম মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর
  দূরভাষ-০৩২২২-২৭৬-৮৭৬

১১। পশ্চিম বর্ধমান

- **যুগ্মশ্রম মহাধ্যক্ষ, আসানসোল**
  শ্রমিক ভবন, কল্যানপুর স্যাটেলাইট টাউনশিপ প্রোজেক্ট, পোঃ-আসানসোল, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান
  পিন-৭১৩৩০৫
  দূরভাষ-০৩৪১২-২৫৬-০৫৬

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, দুর্গাপুর**
  বাণিজ্যিক ভবন, দ্বিতীয় তল, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩৩১৬, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান
  দূরভাষ-০৩৪৩-২৫৪-৬২২৬/০৫৩৪৩-২৫৪-৬৯৩০

১২। পূর্ব বর্ধমান

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, কালনা**
  এস. টি. টি. কে. রোড, বৈদ্যপুর মোড়, নতুন বাস স্ট্যান্ডের নিকট, পোঃ-কালনা, জেলা-পূর্ব বর্ধমান
  দূরভাষ-০৩৪৫৪-২৫৫২০৬

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, বর্ধমান সদর উত্তর**
  পূর্ত ভবন, দক্ষিণ ব্লক, পঞ্চম তল, পোঃ-শ্রীপল্লী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৩
  দূরভাষ-০৩৪২-২৬৪৭-১৪২

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, বর্ধমান সদর দক্ষিণ**
  ১৪৭, চাঁদমারি মেইন রোড, বাই-কাঁচিপুকুর উত্তর, পোঃ + জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, কাটোয়া**
  R.M.C. কমপ্লেক্স, পোঃ-খজুরডিহি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৫০

১৩। মুর্শিদাবাদ

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, বহরমপুর**
  ১৯এ এবং বি, উত্তর ব্যারাক রোড, পিন - ৭৪২১০১, বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ
  দূরভাষ-০৩৪৮২-২৫২-৯০৫

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, কান্দি**
  ডাক বাংলো রোড, পোঃ-কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ
  দূরভাষ-০৩৪৮৪-২৫৬-৩৫৫

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, লালবাগ**
  ১৭৮, সাহানগর রোড, লালবাগ, পোঃ এবং জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৯
  দূরভাষ-০৩৪৮২-২৭১-১৪৮

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, জঙ্গীপুর**
  জঙ্গীপুর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ
  দূরভাষ-০৩৪৮৩-২৬৬-২৪৫

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, ডোমকল**
  পোঃ ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ
  দূরভাষ - ০৩৪৮১-২৩০০৯৫

১৪। বীরভূম

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, সিউড়ি**
  সিউড়ি মিউনিসিপ্যাল টাউন, সনাতনপাড়া, পোঃ সিউড়ি, জেলা-বীরভূম
  দূরভাষ-০৩৪৬২-২৫৫-৭০৭

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, রামপুরহাট**
  রেশমশিল্পী তন্তুবায় সমবায় লিমিটেড, জাতীয় সড়ক, ব্রাহ্মণী গ্রাম, পোঃ রামপুরহাট, জেলা-বীরভূম
  দূরভাষ-০৩৪৬১-২৫৬-৫৭৮

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, বোলপুর**
  শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার (দ্বিতীয় তল),
  পোঃ- শ্রীনিকেতন, জেলা-বীরভূম, পিন-৭৩১২০৮
  দূরভাষ-০৩৪৬৩-২৫২-৮৮৪

১৫। আলিপুরদুয়ার

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, আলিপুরদুয়ার**
  আলিপুরদুয়ার, কলেজ হল্ট, তৃতীয় তল, আলিপুরদুয়ার, জেলা-আলিপুরদুয়ার
  দূরভাষ-০৩৫৬৪-২৫৫-১১৫

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, বীরপাড়া**
  এম. জি. রোড, পোঃ বীরপাড়া, জেলা-আলিপুরদুয়ার
  দূরভাষ-০৩৫৬৩-২৬৬-০৯৫

১৬। জলপাইগুড়ি

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, জলপাইগুড়ি**
  কাঁঠালগুড়ি ভবন, কদমতলা, পোঃ ও জেলা-জলপাইগুড়ি
  দূরভাষ-০৩৫৬১-২৩০-১১২

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, মালবাজার**
  পোঃ মালবাজার, জেলা-জলপাইগুড়ি
  দূরভাষ-০৩৫৬২-২৫৭-১৪১

১৭। কোচবিহার

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, কোচবিহার**
  দিলখুশ ভবন, দ্বিতীয় তল, টেম্পল স্ট্রীট (সাহিত্য সভার নিকট), পোঃ ও জেলা-কোচবিহার,
  পিন - ৭৩৬১০১
  দূরভাষ-০৩৫৮২-২২২-৭৩৮

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, তুফানগঞ্জ**
  প্রভাত ভবন, মদনমোহন পাড়া, পোঃ-তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৫৯
  দূরভাষ-০৩৫৮২-২৪৪০৭৬

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, দিনহাটা**
  দিনহাটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রোড (বাইপাসের নিকট), পোঃ-দিনহাটা, জেলা-কোচবিহার
  পিন-৭৩৬১৩৫
  দূরভাষ-০৩৫৮১-২৫৮১৮০

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, মেখলিগঞ্জ**
  পশ্চিম পাড়া, ওয়ার্ড নং-৭, পোঃ-মেখলিগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার, পিন-৭৩৫৩০৪
  দূরভাষ-০৩৫৮৪-২৫৫১৫৫

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, মাথাভাঙা**
  পচাগড় জি.পি. অফিস ক্যাম্পাস-এর নিকট , সিতাই মোড়, পোঃ-পচাগড়, থানা- মাথাভাঙা
  জেলা-কোচবিহার
  দূরভাষ-০৩৫৮৩-২৫৫২৯০

১৮। উত্তর দিনাজপুর

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, রায়গঞ্জ**
  কোয়ার্টার নম্বর এম-১৩, রুরাল হাউজিং এস্টেট করণজোড়া, জেলা-উত্তর দিনাজপুর
  দূরভাষ-০৩৫২৩-২৫২-২৮৪

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, ইসলামপুর**
  কোয়ার্টার নং-জে ২৪, নিউটাউন, পোঃ-ইসলামপুর, জেলা-উত্তর দিনাজপুর
  দূরভাষ-০৩৫২৬-২৫৬১৫০

১৯। দক্ষিণ দিনাজপুর

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, বালুরঘাট**
  ওল্ড কালেক্টারের বিল্ডিংস্, পোঃ-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর
  দূরভাষ-০৩৫২২-২৫৫-৩৬৮

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, গঙ্গারামপুর**
  পোঃ-বুনিয়াদপুর, থানা-বংশীহারী, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর
  দূরভাষ-০৩৫২৪-২৫৯০৪৬

২০। পুরুলিয়া

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, রঘুনাথপুর**
  বি. পি. রোড, আদ্রা মোড়, নতুন বাস স্ট্যান্ড, পোঃ-রঘুনাথপুর, জেলা-পুরুলিয়া
  দূরভাষ-০৩২৫১-২৫৫-২৫৭

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, পুরুলিয়া সদর (পূর্ব)**
  পুরুলিয়া সদর, আমলাপাড়া, পোঃ ও জেলা-পুরুলিয়া
  দূরভাষ-০৩২৫২-২২২-৯৮০

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, পুরুলিয়া সদর পশ্চিম**
  দেশবন্ধু রোড (নিস্তারিণী কলেজের বিপরীতে) পোঃ ও জেলা-পুরুলিয়া
  দূরভাষ-০৩২৫২-২২৪৫৩২

২১। মালদা

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, মালদা**
  বাণিজ্যিক তালুক, দক্ষিণ ই/২ ব্লক, দ্বিতীয় তল, ইংলিশ বাজার, পোঃ ও জেলা-মালদা
  দূরভাষ-০৩৫১২-২২০-৪০০

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, চাঁচল**
  কলেজ পাড়া, পোঃ চাঁচল, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১২৩
  দূরভাষ-০৩৫১৩-২৫২০৭২

২২। দার্জিলিং

- **যুগ্মশ্রম মহাধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি**
  এন. বি. জোন, ৩, সি. ভি. রমণ সরণি, কলেজ পাড়া, পোঃ-শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং
  দূরভাষ-০৩৫৩-২৪৩-৫৪০৯

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, কার্শিয়াং**
  ৪১/১, জে. এম. জি. রোড, পোঃ-কার্শিয়াং, জেলা-দার্জিলিং
  দূরভাষ-০৩৫৪-২৩৪৪০৫৫

- **সহশ্রম মহাধ্যক্ষ, দার্জিলিং**
  ফুন-সো গ-খাঙ্গসার, ১১/১২, লেবং কার্ট রোড, পোঃ ও জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪১০১
  দূরভাষ-০৩৫৪-২২৫২-৩০৭

২২। কালিম্পং

- **উপশ্রম মহাধ্যক্ষ, কালিম্পং**
  ডঃ বি. এল. দীক্ষিত রোড, পোঃ ও জেলা- কালিম্পং, পিন-৭৩৪৩০১
  দূরভাষ-০৩৫৫৫-২২৫০৫৯

Important Telephone / Fax Numbers and E-mail Address

Office	Phone/ Fax Number	Email Address
Minister-in-Charge Labour Department, Govt. of W.B	2262-7189 Fax : 2262-7141	ghatak.moloy@gmail.com
Minister of State Labour Department, Govt. of W.B	2262-7138 2262-7160	moslabourdeptgowb@gmail.com
Pr. Secretary, Labour Department, Govt. of W.B.	2262-5845 Fax : 2262-5865	labour-wb@gov.in
Labour Commissioner, W.B.	2248-8150 Fax : 2248-4755	labourcommissionerwb@gmail.com
West Bengal Unorganised Sector Workers' Welfare Board	2974-0337 2974-0338	wbuswwb2018@gmail.com
West Bengal Building & Other Construction Workers' Welfare	2262-2970	wbbocw@gmail.com
Chief Executive Officer, W.B. Transport Workers' Social Security Scheme	2262-4341	wbtwsss@gmail.com
State Labour Institute, Kolkata	2320-8854/1963	statelabourinstitute@gmail.com

Telephone / Fax No. & e-mail Address of Regional Labour Offices

Sl. No.	Regional Labour Office	Phone/Fax Number	e-mail Address
1	DLC, Jalpaiguri	03561-230-112	dlcjalpaiguri@gmail.com
2	DLC, Alipurduar	03564-255-115	alc.alipurduar@gmail.com
3	ALC, Birpara	03563-266-095	alcrlobrp@gmail.com
4	ALC, Malbazar	03562-257-141	alcmalbazar@gmail.com
5	DLC, Cooch Behar	03582-222-738	dlccbr@gmail.com
6	ALC, Dinhata	03581-258180	alc.dinhata@gmail.com
7	ALC, Mathaghanga	03583-255290	alc.mtb@gmail.com
8	ALC. Mekhliganj	03584-255155	rlomekhliganj@gmail.com
9	ALC, Toofanganj	03582-244076	tufanganjrlo@gmail.com
10	ALC, Darjeeling	0354-2252-307	rlodarjeeling@gmail.com
11	DLC, Kalimpong	0355-225-051	rlokalimpong@gmail.com
12	ALC, Kurseong	0354-2344-055	kurseongrlo@gmail.com
13	JLC, Siliguri	0353-243-5409	dlcslg1@gmail.com
14	DLC, Raigunj	03523-252-284	dlcraiganj@gmail.com
15	ALC, Islampur	03526-256-150	alcislampur@gmail.com
16	DLC, Balurghat	03522-255-368	rlobalurghatnew@gmail.com

Sl. No.	Regional Labour Office	Phone/Fax Number	e-mail Address
17	ALC, Gangarampur	03524-259-046	alcgangarampur@gmail.com
18	DLC, Malda	03512-220-400	dlcmalda@gmail.com
19	ALC, Chanchal	03513-252-072	alcchanchal@gmail.com
20	ALC, Jangipur	03483-266-245	rlojangipur@gmail.com
21	ALC, Kandi	03484-256-355	rlokandi@gmail.com
22	DLC, Berhampore	03482-252-905	rloberhampore@gmail.com
23	ALC, Lalbag	03482-271-148	lalbaghrlo@gmail.com
24	ALC, Domkal	03481-230-095	alcdomkal@gmail.com
25	ALC, Krishnagar	03472-252-466	alc.krishnagar@gmail.com
26	ALC, Tehatta	03471-249-061	alc.tehatta@gmail.com
27	ALC, Ranaghat	03473-215033	alc.ranaghat@gmail.com
28	DLC, Kalyani	0332582-8368	dlc.kalyani@gmail.com
29	JLC, Barrackpore	033-2592-0124	bkpdlc@gmail.com
30	ALC, Barasat	033-2552-3628	bst.rlo.alc@gmail.com
31	ALC, Basirhat	03217-266-459	alcbasirhat@gmail.com
32	ALC, Bongaon	03215-255-723	alcbon@gmail.com
33	ALC, Bidhannagar	033-2320-6640	rlobidhannagar@gmail.com
34	DLC. EL & MW	033-2248-5721	dlcelmw@gmail.com
35	ALC, Alipore	033-2231-7590	alc.alipore@gmail.com
36	ALC, Diamond Hrbr	03174-255-122	alcdhr@gmail.com
37	ALC, Falta	03174-222-429	alcfalta@gmail.com
38	ALC, Kakdwip	03210-255-129	rlokakdwips24pgs@gmail.com
39	DLC, S.24Pgs	033-2433-0004	dlc.S24pgs@gmail.com
40	ALC, Canning	03218-255-011	canningalc@gmail.com
41	DLC, Howrah	033-2637-5136	dlcofhowrah@gmail.com
42	ALC, Uluberia	033-2661-0424	alc.uluberia@gmail.com
43	DLC, Chandannagar	033-2683-5356	dlc.cnr@gmail.com
44	ALC, Chinsurah	033-2680-0168	alc.cnsh@gmail.com
45	DLC, Serampore	033-2662-1602	dlcserampore@gmail.com
46	ALC, Arambagh	03211-254-273	alcabg@gmail.com
47	ALC, Burdwan North	0342-2647-142	alcburdwan.north@gmail.com
48	ALC, Burdwan South	0342-2665-122	alcbdnssouth@gmail.com
49	ALC, Kalna	03454-255-206	alckalna@gmail.com
50	ALC, Katwa	03453-256-027	alckatwa@gmail.com
51	DLC, Durgapur	0343-2546-226/930	dlcdgp2017@gmail.com
52	JLC, Asansol	03412-256056	jlc.asansol@gmail.com
53	DLC, Bolpur	03463-252-884	ac3463252884@gmail.com
54	ALC, Rampurhat	03461-256-578	alcrht@gmail.com
55	ALC, Suri	03462-255-707	alcsuri708@gmail.com
56	DLC, Bankura	03242-254-893	dlcbnk@gmail.com
57	ALC, Khatra	03243-256-001	alckhatra@gmail.com

Sl. No.	Regional Labour Office	Phone/Fax Number	e-mail Address
58	ALC, Bishnupur	03244-252-231	alcbsp@gmail.com
59	ALC, Purulia East	03252-222-980	alc.purulia@gmail.com
60	ALC, Purulia West	03252-224-532	alcprlwest@gmail.com
61	ALC, Raghunathpur	03251-255-257	alcraghunathpur@gmail.com
62	ALC, Medinipur	03222-276-876	alcmid32@gmail.com
63	DLC, Kharagpur	03222-225-273	dlckgp2017@gmail.com
64	ALC, Jhargram	03221-258-791	alcjhargram@gmail com
65	ALC, Ghatal	03225-256-349	alcghatal@gmail.com
66	DLC, Haldia	03224-274-224	dlchaldia@gmail.com
67	ALC, Tamluk	03228-270-391	alc.tamluk2010@gmail.com
68	ALC, Contai	03220-255-220	alc_contai@rediffmail.com

নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (SASPFUW, বর্তমানে অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্র), পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (BOCWA), পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প-এর বছর-ভিত্তিক ক্রম পুঞ্জিভূত সাফল্যের খতিয়ান

অর্থ বর্ষ	নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা			উপকৃত শ্রমিকের সংখ্যা			প্রদেয় অর্থের পরিমাণ (টাকা)		
	সাসপফাউ (বর্তমানে অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্র)	নির্মাণ	পরিবহণ	সাসপফাউ (বর্তমানে অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্র)	নির্মাণ	পরিবহণ	সাসপফাউ (বর্তমানে অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্র)	নির্মাণ	পরিবহণ
২০০০-২০০১	০								
২০০১-২০০২	১০৭০৩৬								
২০০২-২০০৩	৩২৪২০১								
২০০৩-২০০৪	১০৪৪২৪								
২০০৪-২০০৫	৭২৩৪০								
২০০৫-২০০৬	৭৫৪৮০								
২০০৬-২০০৭	১৫৯৭৭৪	২৩৪৪৫			১			৬৪০	
২০০৭-২০০৮	২৩০৩৭৮	২৩১৯৭		৬২২৬	৫৩		১২৭১৩৭২৯	২০১৩৪১	
২০০৮-২০০৯	৩০৬১৯৫	২৫৩৮৪		৯১৯৬	১৫১		১২২৬৪৪৫৮	৪৬৯৯৮৮	
২০০৯-২০১০	৩৪৬৮২৭	৪৪৭৫৭		৮৫১১	৫৩২		১৮৮৯৩৮৫৯	২২১২৮৩৬	
২০১০-২০১১	৬৪১৯১৪	১৫৫০৮৭	৪৫৬৯৭	১৩১১১	৬৮৪৭	২	৩২৯১৭৬৩৫	১২৭৮৫৭৮৯	৬০০০০
২০১১ পর্যন্ত	**২৩৬৮৫৬৯**	**২৭১৮৭০**	**৪৫৬৯৭**	**৩৭০৪৪**	**৭৫৮৪**	**২**	**৭৬৭৮৯৬৮১**	**১৫৬৭০৫৯৪**	**৬০০০০**
২০১১-২০১২	৫৮৫২৮৪	২৫৮০৭৬	২৮৬৫৪	২০৩৬১	৩২৩৪৬	৮৯২	১৫১৯০৫০০৮	৮৭১৯৩৬৪৪	৫৫২০৯১৪
২০১২-২০১৩	৭৪২৯৩৭	৩৯৪১৭৭	৪০৮০১	১৪১১৯	১৫০৩৬২	৪৭৮২	১৪০৬৮০১৩৭	৩৮২৬০১৪৪৯	২৮৯৪২০৫৯
২০১৩-২০১৪	৭৫৩১৪৯	৫৭২১১৬	৭৪০৯২	৩৬০৫৯	৩৮৩৫৮৬	৯৭৪৬	১৯৮৪৯০৭৩৫	১০৫৪১০৪৮১৫	৬১৭৫২৮৭৫
২০১৪-২০১৫	৬৪২০৯৯	৭৯৩৭৩৭	৬২২২১	১৯১৫৯	৫৭১৪৭৯	১১১৬৯	১৮০৫৬২৬০০	১৮৬৭৩১২৬৬৮	৭৯৩৯৬১৩৯
২০১৫-২০১৬	৪৮০২০০	৫৬০৫১৪	৫১৬৮২	৩৩১৫২	৫৮২০৫৬	১১১০৮	২২৮৬৯৪৯৪২	১৮৫৭৪৯৫৭৫২	২৪৮৫৩৬৬৭০
২০১৬-২০১৭	৩১৮৫৯৭	১৪৪৬৬০	১৫৬৪০	৩৯৬২৭	২৫১১২৪	১৫১২০	৭৩৩৭০২১০০	১৬৮৫৬৪৭০৬০	১৮৮৫১৭৪১
২০১৭-২০১৮	৭২৫৫৪	৯৭৫৫৮	১১০৫৮	৪৬৪১৮	২০৬০৭২	২১২০১	৯২৯১৮৯৭০৮	১৭৫০৯৮৩২০৮	২৫৪১৯০৮৫১
২০১৮ থেকে ২০১৯ (নভেম্বর পর্যন্ত)	৬৫৯০৭০	২৪১৯৪৪	১২২০৯	৩০২১৪	৬১০৮৯	২৮৮১	২১৭৪৬১৩৫৬	৫৬১৩৪১৮২৩	৪৭৫৫৩৯৬৫
২০১১ থেকে২০১৮ (নভেম্বর পর্যন্ত)	**৪২৫৩৮৯০**	**৩০৬২৭৮২**	**২৯৬৩৫৭**	**২৩৯১০৯**	**২২৩৮১১৪**	**৭৬৮৯৯**	**২৭৮০৬৮৬৫৮৬**	**৯২৪৬৬৮০৪১৯**	**৭৪৪৭৪৫২১৪**
মোট	**৬৬২২৪৫৯**	**৩৩৩৪৬৫২**	**৩৪২০৫৪**	**২৭৬১৫৩**	**২২৪৫৬৯৮**	**৭৬৯০১**	**২৮৫৭৪৭৬২৬৭**	**৯২৬২৩৫১০১৩**	**৭৪৪৮০৫২১৪**
সর্ব মোট	**১০২৯৯১৬৫**			**২৫৯৮৭৫২**			**১২৮৬৪৬৩২৪৯৪**		

তুলনামূলক বিশ্লেষণ : প্রারম্ভ থেকে এপ্রিল ২০১১ এবং মে ২০১১ থেকে নভেম্বর ২০১৮

	সময়	অসংগঠিত শ্রমিক(২০০১)	নির্মাণ (২০০৬)	পরিবহণ (২০১০)	মোট (টাকা)
নথিভুক্তি করন	প্রারম্ভ থেকে এপ্রিল'২০১১	২৩,৬৮,৫৬৯	২,৭১,৮৭০	৪৫,৬৯৭	২৬,৮৬,১৩৬
	মে'২০১১ থেকে নভেম্বর'২০১৮	৪২,৫৩,৮৯০	৩০,৬২,৭৮২	২,৯৬,৩৫৭	৭৬,১৩,০২৯
	মোট	৬৬,২২,৪৫৯	৩৩,৩৪,৬৫২	৩,৪২,০৫৪	১,০২,৯৯,১৬৫
প্রদেয় রাশি	প্রারম্ভ থেকে এপ্রিল'২০১১	৭,৬৭,৮৯,৬৮১	১,৫৬,৭০,৫৯৪	৬০,০০০	৯,২৫,২০,২৭৫
	মে'২০১১ থেকে নভেম্বর'২০১৮	২,৭৮,০৬,৮৬,৫৮৬	৯,২৪,৬৬,৮০,৪১৯	৭৪,৪৭,৪৫,২১৪	১২,৭৭,২১,১২,২১৯
	মোট	২,৮৫,৭৪,৭৬,২৬৭	৯,২৬,২৩,৫১,০১৩	৭৪,৪৮,০৫,২১৪	১২,৮৬,৪৬,৩২,৪৯৪
প্রদেয় সংখ্যা	প্রারম্ভ থেকে এপ্রিল'২০১১	৩৭,০৪৪	৭,৫৮৪	২	৪৪,৬৩০
	মে'২০১১ থেকে নভেম্বর'২০১৮	২,৩৯,১০৯	২২,৩৮,১১৪	৭৬,৮৯৯	২৫,৫৪,১২২
	মোট	২,৭৬,১৫৩	২২,৪৫,৬৯৮	৭৬,৯০১	২৫,৯৮,৭৫২

সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা

ভবিষ্যনিধি	ক) উপভোক্তা — মাসিক ২৫ টাকা খ) রাজ্য সরকার অনুদান—মাসিক ৩০ টাকা গ) কেন্দ্রীয় সরকার সময়ে সময়ে যে হারে সাধারণ ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে সুদ প্রদান করে রাজ্য সরকারও সেই হারে ঐ কর্মচারীর তহবিলে সুদ প্রদান করবে
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	ক) কোন অসুস্থতার-কারণে (ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীম-২০০৮) হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা হলে, উপভোক্তা বা তার পরিবারের সদস্যরা বার্ষিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। খ) শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে একজন উপভোক্তা এবং / অথবা তার পরিবার এর সদস্যরা সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবেন। এই সুবিধা নিম্নলিখিত কারণের জন্য প্রদান করা হবে অ) রোগ পরীক্ষার জন্য — সম্পূর্ণ। আ) ঔষধের মূল্য — সম্পূর্ণ। ই) হাসপাতালে ভর্তির খরচ — সম্পূর্ণ। ঈ) কর্মদিবস নষ্ট হওয়ার কারণে কেবলমাত্র উপভোক্তাকে প্রথম ৫ দিনের জন্য ১০০০ টাকা এবং বাকী দিনগুলি প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। কিন্তু, কখনোই সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা প্রদানের সীমা অতিক্রম করবে না। গ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে একজন উপভোক্তার কর্মদিবস নষ্ট হলে, ঐ উপভোক্তাকে প্রথম ৫ দিনের জন্য ১০০০ টাকা এবং বাকী দিনগুলি প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া যাবে। এই সুবিধা কেবলমাত্র উপভোক্তাকেই দেওয়া যাবে।
মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা	দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু হলে, ২ লক্ষ টাকা প্রদান, স্বাভাবিক মৃত্যুতে ৫০ হাজার টাকা প্রদান, দুর্ঘটনাজনিত কারণে উপভোক্তার ন্যূনতম ৪০% শারীরিক অসামর্থ্যতা হয়ে থাকলে ৫০ হাজার টাকা প্রদান। উপভোক্তার দু'টি চোখেরই দৃষ্টিশক্তি হারালে, দু'টি হাতের কর্মক্ষমতা অথবা দু'টি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারালে, একটি হাতের কর্মক্ষমতা অথবা একটি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।
শিক্ষা	একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত বাৎসরিক ৪ হাজার টাকা দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা আই.টি.আই.-তে প্রশিক্ষণরত বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা স্নাতক স্তরে পাঠরত বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা পলিটেকনিকে পাঠরত বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা ডাক্তারি / ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত বাৎসরিক ৩০ হাজার টাকা উপভোক্তাদের দুটি কন্যাসন্তান অবিবাহিত অবস্থায় স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করার জন্য প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
নিরাপত্তায় প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশ	উপভোক্তা এবং / অথবা তার পরিবারে সদস্যদের বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা বিকল্প অর্থনৈতিক কাজ-কারবার, মূলত স্বনিযুক্তিতে সমর্থ হয়। এই প্রশিক্ষণ পশ্চিমবঙ্গ দক্ষতা বিকাশ সমাজ (পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট) থেকে তারা নিখরচায় পাবেন।

শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যে কোনো তথ্য ও সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন
১৮০০ ১০৩ ০০০৯

ঃ মুদ্রক ঃ

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা ৭০০ ০৫৬